# সবুজ সাথী

## চতুর্থ ভাগ

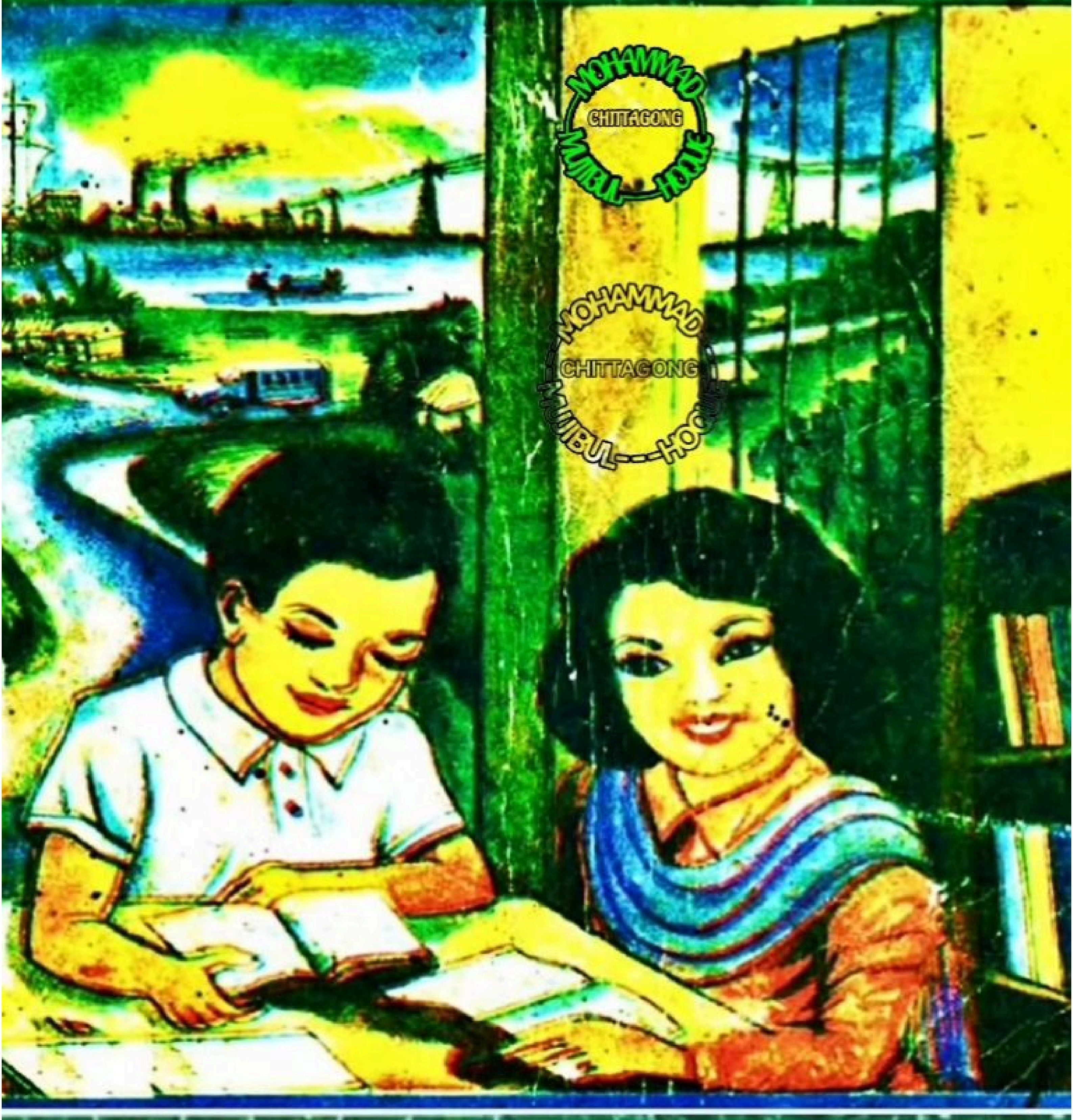

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৮ সালের শিক্ষা বৎসরের জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

# সবুজ সাথী

( চতুর্থ শ্রেণীর জন্য )

মোহাঃ মজিবর রহমান


রচনায় ঃ

আমিনা মাহমুদ এম. এ.
প্রাক্তন অধ্যাপিকা, চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ।

খোদেজা খাতুন এম. এ.
অধ্যক্ষা, সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

সম্পাদনায় ঃ
লুতফুল হায়দার চৌধুরী বি. এ. (অনার্স), এম. এ.
অধ্যাপক, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।



বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড
ঢাকা



MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

www.draminlibrary.com

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত
(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

পুনর্মুদ্রণ : মে, ১৯৭২
পুনর্মুদ্রণ : জুন, ১৯৭২
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭২
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৩
পুনর্মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৭৭
পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

মূল্য : এক টাকা বার পয়সা

মুদ্রণে :
দি ইউনিভার্সেল প্রেস,
৩০, আওলাদ হোসেন লেন,
ঢাকা-১

www.draminlibrary.com

# সূচীপত্র

## গদ্যাংশ


| | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | নূরনবীর কথা | ১ |
| ২। | সোনার দেশ | ৯ |
| ৩। | অমর কাহিনী | [illegible] |
| ৪। | বাংলাদেশের লুপ্তশিল্প | [illegible] |
| ৫। | মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় | [illegible] |
| ৬। | এভারেস্ট বিজয় | [illegible] |
| ৭। | উড়োজাহাজ | ৩৮ |
| ৮। | উদ্ভিদের জীবন কথা | [illegible] |
| ৯। | জলপ্রপাত | [illegible] |
| ১০। | সুন্দরবনে ভ্রমণ | [illegible] |
| ১১। | বিদ্রোহী কবি | [illegible] |
| ১২। | নানাদেশের ছেলে-মেয়ে | [illegible] |
| ১৩। | সূক্ষ্ম বিচার | ৭৫ |
| ১৪। | জ্ঞানীর উপদেশ | ৮৩ |


www.draminlibrary.com

## পদ্যাংশ

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE


| | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | ঝিঙেফুল | ৯৩ |
| ২। | শিশুর পণ | ৯৭ |
| ৩। | আজিকার শিশু | ১০১ |
| ৪। | পাখার স্থান | ১০৪ |
| ৫। | আসমানী | ১০৭ |
| ৬। | গ্রীষ্মের দুপুরে | ১১০ |
| ৭। | মেঘনা পারের ছেলে | ১১৩ |
| ৮। | সন্ধ্যার ডঙ্কার | ১১৬ |
| ৯। | ফাল্গুন | ১২০ |
| ১০। | একটুখানি | ১২৪ |
| ১১। | খোল জানাই মিছে | ১২৭ |
| ১২। | ময়নামতির চর | ১৩২ |
| ১৩। | হবুচন্দ্রের আইন | ১৩৫ |
| ১৪। | ফিরে এসো ঈদ | ১৪০ |


www.draminlibrary.com

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

# নূরনবীর কথা

—আবদুল কাদির

আরব দেশ। যেদিকে চোখ যায় শুধু ধূ ধূ মাঠ আর পাথুরে পাহাড়। মাঠে কেবল বালি আর বালি। মাঝে মাঝে দুই চারিটি খেজুর গাছ। সে দেশে পানির খুব অভাব, জীবন-ধারণ বড় কঠিন।

www.draminlibrary.com

সেই মরুদেশে মক্কা নামে এক পুরাতন নগরী আছে। সেই নগরীতে খোদাতা'আলার ইবাদতের জন্য দুনিয়ার প্রথম মস্‌জিদ তৈয়ার হইয়াছিল। তাহার নাম "মসজিদুল হারাম" বা কা'বা শরীফ। পরে হজরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাহা নূতন ভাবে তৈয়ার করেন। সে কবেকার কথা।

তারপর বহুদিন অতীত হইয়াছে। কা'বা ঘরের ভিত ধ্বসিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের পাশে একটা বড় গর্ত হইয়াছে। কখনো বৃষ্টি হইলে পানিতে উহার মেঝে ভাসিয়া যায়। ফলে, কা'বা ঘর আবার মেরামত করার দরকার হইল। মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা কা'বা ঘরের দেখা-শোনা করিত; কিন্তু তাহারা ভাবিল, খোদার ঘর ভাঙিলে গুনাহ্ হইবে। এই কাজ করিতে কেহই সাহস পাইল না। এইভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল।

শেষে গর্তটায় ময়লা জমিয়া এমন হইল যে, সেখানে এক বিষাক্ত সাপ আসিয়া বাসা বাঁধিল। সাপ দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। একদা এক বাজপাখি সাপটিকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। তখন কুরাইশ প্রধানগণ মনে করিলেন যে, কা'বা মেরামতের কাজ আর ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। ঠিক হইল, কা'বার ভিত উঁচু করিয়া গাঁথা হইবে এবং শক্ত ছাদ

www.draminlibrary.com

দেওয়া হইবে। জেদ্দা হইতে তক্তা কিনিয়া আনা হইল। একজন ভাল কারিগরও পাওয়া গেল। দেশে পাথর ছিল প্রচুর। কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা চারিটি দেওয়াল ভাগাভাগি করিয়া গাঁথিয়া তুলিল। সকলে মিলিয়া মিশিয়া একতার সহিত কাজ করিতে লাগিল। এইরূপে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবা ঘর মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গেল।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

হযরত ইবরাহীমের আমল হইতেই কা'বার দেওয়ালে এক বেহেশ্‌তী পাথর সংলগ্ন ছিল। উহার নাম 'হজ্‌রে আসওয়াদ' বা কালো পাথর।

এবার বাকী রহিল কেবল 'হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' বা কালো পাথর সরাইয়া আনিয়া কা'বা ঘরের যথাস্থানে বসানো। ইহা লইয়া শেষে বিষম বিবাদ বাধিল। কুরাইশদের সকল গোত্রের লোকই এই পাথরকে সম্মান করিত। সকলেই দাবী করিতে লাগিল, তাহারা এই পবিত্র পাথর সরাইবে। এই গোলযোগে চারি দিন কাটিয়া গেল কিন্তু কোনো দলই দাবি ছাড়িতে রাজী হইল না। প্রত্যেক দলের নেতা পণ করিল যে, গোত্রের একজন লোক বাঁচিয়া থাকিতেও অন্যকে এই পাথর সরাইতে দিবে না। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। দাঙ্গা বাধিয়া যায় আর কি!

www.draminlibrary.com

অবশেষে সকলেই ঠিক করিল, "যে ব্যক্তি আগামী-কাল ভোরে কা'বা ঘরে প্রথম প্রবেশ করিবেন, তাঁহার উপর ফয়সালার ভার দেওয়া হইবে।"

এই কথায় ফল হইল। সকলে ভোরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল অতি ভোরে কা'বা ঘরে না জানি কে প্রবেশ করেন। খুব সকালে তাহারা লক্ষ্য করিল, কে একজন কা'বার দিকে আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই তো আমাদের আল-আমীন. আমরা সকলেই তাহার মীমাংসা মানিতে রাজী"।

মক্কার লোকেরা নবীজিকে বলিত 'আল-আমীন'। 'আল-আমীন' অর্থ বিশ্বাসী। নবী হওয়ার বহু আগে হইতেই তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন সকলের বিশ্বাসী। এই ঘটনার সময় তাঁহার বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। তিনি সকল ঘটনা শুনিলেন। তারপর একখানি কাপড় মাটিতে বিছাইয়া দিলেন এবং তাহার উপর নিজ হাতে পাথরখানা সরাইয়া রাখিলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক গোত্রের নেতাকে কাপড়ের কোণ ধরিয়া তাহা তুলিতে বলিলেন। এইভাবে সকলে মিলিয়া পাথরটিকে যথাস্থানে লইয়া আসিল এবং হজরত নিজ হাতে উহা দেওয়ালে বসাইয়া দিলেন। পাথর বহনের সম্মান

www.draminlibrary.com

লাভ করিয়া সকল দলই খুশী হইল। কলহ মিটিয়া গেল।

এ সময়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। চারিদিকে ছিল অশান্তি ও অধর্ম। নবীজি সকলের মধ্যে শান্তি আনেন। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। 'ইসলাম অর্থ 'শান্তি'। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সত্য ধর্ম। ইসলাম দুনিয়াকে সকল অশান্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে। তাই মহানবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) কে শান্তির দূত হিসাবে আমরা গণ্য করি।

**শব্দার্থ ঃ** আরব—একটি দেশের নাম। আমাদের দেশের পশ্চিমে অবস্থিত। জীবন-ধারন—জীবন-চালনা। কঠিন—কঠোর। স্বভাব—প্রকৃতি। ধ্বসিয়া গিয়াছে—বসিয়া গিয়াছে। ইবাদত—উপাসনা, রোজা, নামাজ ইত্যাদি। বিষাক্ত—বিষধর। শক্ত—মজবুত। কারিগর—মিস্ত্রী। বিবাদ—ঝগড়া। গোত্র—বংশ। পণ—প্রতিজ্ঞা। দাঙ্গা—মারামারি। ফয়সালা—মীমাংসা। অভিহিত—কথিত। যথাস্থানে—ঠিক জায়গায়। কলহ—ঝগড়া। নেতা—প্রধান। গুনাহ্—অন্যায় কাজ। মক্কা—আরব দেশের অন্তর্গত একটি শহরের নাম। জেদ্দা—আরব দেশের অন্তর্গত একটি সামুদ্রিক বন্দরের নাম

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। মক্কা কোথায়? আরব কিরূপ দেশ? পৃথিবীর প্রথম মসজিদ কোথায় তৈয়ার হয়? হজরত ইব্রাহীম কি করিয়াছিলেন? কা'বা ঘর মেরামত করিতে দেরি হইল কেন? কিভাবে কা'বা ঘর মেরামত করা হইল? কা'বা ঘর মেরামত লইয়া শেষের দিকে বিবাদ বাধিল কেন? বিবাদ মীমাংসা হইল কিভাবে? কে বিবাদ মীমাংসা করিলেন? তিনি কিভাবে বিবাদ মীমাংসা করিলেন? আল-আমীন কাহাকে বলা হইত? কেন বলা হইত? ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন কে? ইসলাম অর্থ কি?

২। নীচের প্রশ্নগুলির পরে একাধিক উত্তর দেওয়া হইল, যে যে উত্তর ঠিক তাহা নির্দেশ কর:—

**প্রশ্ন:** কা'বা শরীফ কোথায় অবস্থিত?

**উত্তর:** মক্কায়/মদিনায়।

**প্রশ্ন:** কা'বা ঘর মেরামত করিতে দেরি হইল কেন?

**উত্তর:** খোদার ঘর ভাঙ্গিলে গুনাহ হয় মনে করিয়া/ পাথরের অভাবে/সাপের ভয়ে/ভাল কারিগরের অভাবে।

**প্রশ্ন:** কা'বা ঘর মেরামত করার প্রয়োজন হইল কেন?

**উত্তর:** দেওয়ালের পাশে এক বড় গর্তের জন্য/বৃষ্টির পানিতে মেঝে ভাসিয়া যায় বলিয়া/কুরাইশদের পছন্দ হয় না বলিয়া।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

**প্রশ্ন:** কালো পাথর সরানোর ব্যাপারে বিবাদ মীমাংসা করিলেন কে?

**উত্তর:** হজরত ইব্রাহীম (আঃ)/হজরত মুহম্মদ (সঃ)।

**প্রশ্ন:** হজরত মুহম্মদ (সঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন কেন?

**উত্তর:** আরবের গোত্রগুলির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য/শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য/দুনিয়াতে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য।

৩। নীচের শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর:
সাহস, শক্তি, ধর্ম, পণ, দাঙ্গা।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) সে দেশে—খুব অভাব।

(খ) মাঠে—বালি—বালি।

(গ) খোদার ঘর ভাঙ্গিলে—হইবে।

(ঘ) সাপ দেখিয়া সকলেই—পাইল।

(ঙ) পাথর বসানের—লাভ করিয়া সকল দলই —হইল।

(চ) কলহ—গেল।

**দ্রষ্টব্য:** ১। নবীদের নামের পর (আঃ) স্থানে আলায়হিস-সালাম পড়িতে হইবে। এই আরবী কথাটির অর্থ হইল 'তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক'।

www.draminlibrary.com

২। হজরত মুহম্মদ-এর নামের পরে (সঃ) স্থানে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম' পড়িতে হইবে। ইহার অর্থ হইল 'তাঁহার উপর আল্লাহ করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুক'।

---

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# সোনার দেশ

একটি দেশ আছে। দেশটি বড় মধুর। সে দেশের গাছপালা, মাঠ-ঘাট সবই সুন্দর, আনন্দদায়ক। সে দেশের এক কবি গাহিয়াছেন ঃ

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে আমার এই দেশের মাটি
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

লোকে বলে সে দেশের মাটিতে সোনা ফলে কথাটি মিথ্যা নয়। সে দেশে কখনো কখনো দেখিবে মাঠের পরে মাঠ, তারপরে আরো মাঠ, পাকা ধানে ভরিয়া গিয়াছে। তুমি মনে মনে ভাবিবে কাহারা যেন সারা মাঠে, সারা দেশে রাশি রাশি সোনা

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ছড়াইয়া দিয়াছে। মাঠে সে ধান দেখিয়া কৃষকদের খুশির সীমা থাকে না। ধান ছাড়াও সে দেশে কত সোনার ফসল ফলে, কত যে সোনালী শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

www.draminlibrary.com

সে দেশের মাটিতে সোনার মত দামী এক প্রকার গাছের আবাদ হইয়া থাকে। দুনিয়ার অন্য কোথাও সে গাছ জন্মানো কঠিন। সরু ছিপের মত লিকলিকে গাছগুলি লম্বায় পাঁচ ছয় হাত মাত্র। এই সকল গাছ হইতে এক প্রকার সরু আঁশ পাওয়া যায়। সে আঁশকে বলা হয় স্বর্ণতন্তু বা সোনালী আঁশ। কেন জানো? সোনার দামে তাহা বিক্রয় হয় বলিয়া। প্রতি বছর কোটি কোটি মণ সোনালী আঁশ বিদেশে চালান করা হয়। বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা ঘরে আসে। সে আঁশ সোনা হইয়া ঘরে ফিরে। সে দেশের আকাশে আকাশে সাঁঝ-সকালে সোনালী মেঘের ভিড়! নদী-নালায় আর খালে-বিলে সোনালী আলোর খেলা! সে সুন্দর দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনো তাহা ভুলিতে পারে না।

সে দেশের লোকের সোনার মত মন, সোনার মত হৃদয়। কবির ভাষায়—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"

সে দেশ আমাদেরই এই বাংলাদেশ। এই দেশকে সোনার বাংলা বলা হয়। আসলেও ইহা সোনার বাংলা। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা গর্ব অনুভব করি।

(সংকলিত)

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থ :** মধুর—মিষ্ট (এখানে) সুন্দর। রাশি বাশি—প্রচুর। আবাদ—চাষ। সাঁঝ—সন্ধ্যা। হৃদয়—অন্তঃকরণ। তন্তু—সূতা, আঁশ। দৃশ্য—দেখিবার বিষয় বা বস্তু, ছবি। জন্মভূমি—জন্মস্থান। অনুভব—বোধ, উপলব্ধি। ছিপ—মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ। উৎপন্ন—জন্মানো।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## অনুশীলনী

১। সোনার দেশ বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে? আমাদের দেশকে এত মধুর মনে হয় কেন? 'দেশের মাটিতে সোনা ফলে'—কথাটির অর্থ কি? সোনালী আঁশ কাহাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়? এই দেশের আকাশে কি রকম দৃশ্য দেখা যায়। এই দেশের মানুষের মন কি রকম?

২। নিম্নের প্রশ্নগুলির যেই যেই উত্তর ঠিক নয় সেইগুলির নীচে দাগ দাও :—

**প্রশ্ন :** সোনালী আঁশ কাহাকে বলা হয়?

**উত্তর :** ধান গাছকে/পাটের আঁশকে/সুপারি গাছকে।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' বলা হয় কেন?

**উত্তর :** এখানে সোনার খনি আছে বলিয়া/এখানের মাটিতে সোনার ফসল ফলে বলিয়া/এখানে উৎপন্ন পাট বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা আয় হয় বলিয়া।

www.draminlibrary.com

৩। নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেটি ভিন্ন রকমের তাহার নীচে দাগ দাও :—

(ক) মধুর, সুন্দর, আকর্ষণীয়, মন্দ।

(খ) সরু, লিক্‌লিকে, দামী।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) মধুর চেয়েও আছে :—
সেই আমার এই—মাটি
আমার দেশের—ধূলা
খাঁটি—চাইতে খাঁটি।

(খ) এমন দেশটি কোথাও—পাবে নাক' তুমি
সকল দেশের—সে যে আমার জন্মভূমি।

(গ) সে আঁশকে বলা হয়—বা—আঁশ

(ঘ) সে আঁশ—হইয়া ঘরে ফিরে।

(ঙ) এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা —অনুভব করি।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# অমর কাহিনী

দেওয়াল-ঘেরা একটি বিরাট বাড়ি। সেই বাড়িতে এক প্রাচীন মুসলমান জমিদার বাস করেন। নবাবী আমলের নিয়ম অনুযায়ী এই পরিবারের লোকেরা জীবন চালনা করেন। সদর অন্দর পৃথক। সদরে আমলা কর্মচারী, পিয়াদা, পাইক লইয়া জমিদারীর কাজ-কারবার। আর অন্দরে বাস করেন পরিবারের মহিলাগণ। সেখানে কঠোর পর্দা। অনাত্মীয় পুরুষ তো দূরের কথা, অপরিচিত স্ত্রীলোকদেরও সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

www.draminlibrary.com

পুরুষেরা বাহিরের লোকের সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। পরিবারের ভাষা উর্দু। ছেলেরা স্কুল-কলেজে বাংলা ও ইংরেজী পড়ে। মেয়েরা বাড়িতে পড়ে আরবী-ফারসী। ভদ্র ও উচ্চ ঘরের মেয়েরা বাংলা ভাষায় কথা বলবে—সে বাড়ির মুরব্বিরা তাহা ভাবিতেই পারে না।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

পরিবারের একটি ফুটফুটে মেয়ে ভাইয়ের পড়ার ঘরে ঘুরঘুর করিয়া ঘোরে। ভাইয়ের বই খুলিয়া ছবি দেখে। ভাইয়ের নিকট নানা প্রশ্ন করে। ভাই বোনটিকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। তিনি নিজে আধুনিক শিক্ষার আলোক পাইয়াছেন। বোনটিকেও তিনি আধুনিক শিক্ষা দিতে চাহেন। অভিভাবককে না জানাইয়া বোনের জন্য ছোটদের পড়ার বই কিনিয়া আনেন। বুদ্ধিমতী বালিকা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু শিখিয়া ফেলে। বাড়ির সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে বোন ভাইয়ের ঘরে যায়। মোমবাতির ক্ষীণ আলোকে তাঁহার পড়াশুনা চলে। এই বালিকার নাম রোকেয়া। রংপুর জিলার পায়রাবন্দ গ্রামের সাবির পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়।

যথাসময়ে ভাগলপুরের উচ্চশিক্ষিত এক উদার যুবকের সহিত রোকেয়ার বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহে তাহার পড়াশুনা আরো দ্রুত আগাইয়া

www.draminlibrary.com

চলে, কিন্তু বিবাহের নয় বৎসর পরেই তাহার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন পরলোকগমন করেন। নিঃসন্তান রোকেয়া নিজের শোক ও দুঃখের মাঝে সমাজের অপরাপর দুঃখিনী নারীদের শোক ও দুঃখের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশেষভাবে বুঝিতে পাইলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত নারী জাতির এই দুঃখ-দুর্দশা দূর হইবে না।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

তাই তিনি কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া আসিলেন। ভাগলপুরে বালিকাদের জন্য তিনি একটি পাঠশালা খুলিলেন। কিন্তু বহু অসুবিধার জন্য তিনি সেখান হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন। আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ সব কিছু ছাড়িয়া তিনি নিজ কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার বিষয় স্থির করিলেন। সম্বল মাত্র স্বামীর দেওয়া সামান্য কিছু টাকা।

পাঁচটি মাত্র ছাত্রী লইয়া তিনি কলিকাতায় একটি পাঠশালা খুলিলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া তিনি ছাত্রী যোগাড় করিতে আরম্ভ করিলেন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় তিনি ঐ পাঠশালাটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

তাঁহার পরলোকগত স্বামীর নাম অনুসারে উহার নাম হয় "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।"

www.draminlibrary.com

বিদ্যালয়ের জন্য কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাধনাও করিতে থাকেন। তাঁহার রচিত 'মতিচুর', 'অবরোধবাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া নারী জাতির দুঃখ-বেদনা ও দুর্দশার চিত্র আঁকিয়াছেন এবং উহার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

রোকেয়া তাঁহার স্কুলের মেয়েদের নিজের মেয়ের মত স্নেহ করিতেন। ঐ বালিকারাই ছিল তাঁহার সন্তান স্বরূপ।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া ইন্‌তেকাল করেন। (সংকলিত)

**শব্দার্থঃ** আমল — কাল, যুগ। নিয়ম — প্রথা। নিঃসন্তান—যাহার সন্তান নাই। দেওয়াল—প্রাচীর। সদর—বাইরের বাড়ি। অন্দর—ভিতরের বাড়ি। অনাত্মীয়—আত্মীয় নয় এমন লোক। অভিভাবক—মুরব্বি। আধুনিক—আজকালকার। যথাসময়ে—উপযুক্ত সময়ে। উদার—যাহার মন বড়। পরলোকগমন করা—মরিয়া যাওয়া, ইন্‌তেকাল করা। উৎসাহে—আগ্রহে। ইন্‌তেকাল—মৃত্যু। স্বজন—আপন জন। অপরাপর—অন্য সকল। প্রতিকার—প্রতিবিধান। নির্দেশ—আদেশ।



www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## অনুশীলনী

১। (ক) বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

(খ) তাঁহাদের পরিবারে কি কি নিয়ম প্রচলিত ছিল ?

(গ) সে যুগের মুসলমান ভদ্র পরিবারের লোকেরা কি ভাষায় কথা বলিতেন ?

(ঘ) রোকেয়া বাংলা শিখিলেন কি প্রকারে ?

(ঙ) বেগম রোকেয়ার স্বামীর নাম কি ছিল ?

(চ) তাঁহার স্বামী কিরূপ লোক ছিলেন ?

(ছ) রোকেয়ার ছেলে-মেয়ে ছিল কি ?

(জ) রোকেয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিলেন কেন ?

(ঝ) শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কি কি কাজ করিয়াছেন ?

(ঞ) "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়" এর নাম কাহার নাম অনুসারে রাখা হইয়াছিল ?

(ট) বেগম রোকেয়ার লেখা দুইখানা বই-এর নাম কর।

২। নীচের বাক্যগুলির যে কয়টি ঠিক উহাদের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :—

(ক) বেগম রোকেয়া এক নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

www.draminlibrary.com

(খ) ভাইয়ের উৎসাহে তিনি আধুনিক শিক্ষা লাভ করেন।

(গ) স্বামীর উৎসাহে তাঁহার পড়াশুনা আরও দ্রুত আগাইয়া চলে।

(ঘ) বেগম রোকেয়া নিঃসন্তান ছিলেন।

৩। বাক্য রচনা কর:

উদার, প্রাচীন, কর্মক্ষেত্র, সহায়, সম্পদ, রচিত, রচনা, ব্যতীত।

৪। 'সৎ' শব্দটির বিপরীত শব্দ হইল 'অসৎ'।

নীচে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হইল। উহাদের বিপরীত শব্দ লিখ:—

পরিচিত, ভদ্র, আত্মীয়, জানা।

৫। বাক্যগুলি ঠিক করিয়া লিখ:—

(ক) আধুনিক শিক্ষা দিতে চাহেন তিনি বোনটিকে।

(খ) বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আরম্ভ করিলেন তিনি ছাত্রী যোগাড় করিতে।

(গ) ঐ সন্তান স্বরূপ ছিল তাঁহার বালিকারাই।

(ঘ) আজ আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া নাই বেগম রোকেয়া।

---

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# বাংলাদেশের লুপ্ত শিল্প

সৈয়দ আবুল হোসেন

এমন একদিন ছিল, যেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে একটা না একটা শিল্প দেখা যাইত। এই দেশের লোক তখন বেকার ছিল না। তখন তাহারা কাপড় তৈরি, নৌকা নির্মাণ ইত্যাদি নানাপ্রকার কাজে তাহাদের অবসর সময় কাটাইত এবং সেই সমস্ত জিনিস বিক্রয় করিয়া টাকা পয়সা আয় করিত। ক্রমে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে কুটির-শিল্প পূর্ব গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে বাংলা-দেশের কাপড়, রং, লবণ, চিনি, কাগজ ইত্যাদি

www.draminlibrary.com

বহু জিনিস ইউরোপ, মধ্য-এশিয়া, গ্রীস, মিসর, চীন প্রভৃতি দেশে যাইত। এই শিল্পগুলি সম্বন্ধে জানিবার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের কাপড়, বিশেষ করিয়া ঢাকার মস্‌লিন সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলন ও মিসরে ঢাকার মস্‌লিনের খুব আদর ছিল।

মস্‌লিনের উন্নতির জন্য মুসলমান বাদশাগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা মস্‌লিন কাপড় তৈরি করিত, তাহাদিগকে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশেষভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন। মস্‌লিন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

মস্‌লিন যে কেবল ঢাকায় তৈরি হইত তাহা নহে। কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর প্রভৃতি স্থানেও সুন্দর সুন্দর মস্‌লিন তৈরি হইত।

ইহা ছাড়া রংপুর, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় রেশম শিল্প ছিল।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পের মধ্যে কাগজ ছিল অন্যতম। কাগজের জন্য ঢাকা প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকা জিলার অন্তর্গত আড়িয়াল গ্রামে অতি প্রাচীন কাল

www.draminlibrary.com

হইতে হলুদ রঙের এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেও এই জিলার নানাস্থানে প্রায় ১৩০টি কারখানা ছিল।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

রঞ্জন-শিল্পও বাংলাদেশে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই জন্য কুসুমফুল ও নীলের চাষ হইত। ঢাকার তাঁতিরা লাল, নীল, বাসন্তী, হলুদ, সবুজ ও কালো রং তৈরি করিয়া কাপড় রং করিত। বিদেশী রং আসার ফলে আমাদের দেশী রঙের আদর নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লবণের জন্য বাংলাদেশের লোক কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত না। খুলনা, নোয়াখালী, বরিশাল ও চট্টগ্রামে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত। সেই লবণ বিদেশেও যাইত।

নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম-বাসীদের একটা বড় ব্যবসায় ছিল। সন্দীপে জাহাজ তৈরির বিরাট কারখানা ছিল। সন্দীপের জাহাজে করিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জিনিস লইয়া নোয়া-খালী ও চট্টগ্রামের নাবিকেরা ভারত মহাসাগর, আরবসাগর ও ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়া বিদেশে যাইত।

আজ আমাদের লুপ্ত কুটির শিল্পকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হইবে। (সংকলিত ও পরিবর্তিত)

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থঃ** বেকার—জীবিকা আয় করিবার কাজ নাই যাহার। ব্যতীত—ছাড়া। কুটির শিল্প—ঘরে বসিয়া জিনিস-পত্র তৈরির কাজ। গৌরব—মহিমা, গরিমা। ভাগ্য—অদৃষ্ট। পল্লী—পাড়া-গাঁ। পরিপূর্ণ—ভরা। লুপ্ত—যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য—চাষ-আবাদ। উপার্জন—আয়। বিক্রয়—বেচা। প্রতিষ্ঠিত—স্থাপিত। কৃষক—চাষী। স্ফূর্তি—আনন্দ। প্রাচুর্য—আধিক্য। মস্‌লিন—এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কাপড়। সম্রাজ্ঞী—সম্রাটের স্ত্রী। প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত। রঞ্জন—রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন জিনিস। বাসন্তী রং—হলদে ও গোলাপী রঙের মিশ্রণ জাত রং। প্রস্তুত—তৈরি। বিরাট—প্রকাণ্ড, অনেক বড়। নির্মাণ—তৈরি। কর্মহীন—বেকার। অন্যতম—অনেকগুলির মধ্যে একটি। নাবিক—যাহারা নৌকা, স্টীমার প্রভৃতি চালায়। সমৃদ্ধ—সম্পদশালী, উন্নত।

## অনুশীলনী

১। বাংলাদেশের লুপ্ত শিল্প কি কি? এই সমস্ত শিল্প লুপ্ত হওয়ার কারণ কি? বাংলাদেশ হইতে বিদেশে কি কি জিনিস যাইত? মস্‌লিন কাপড় কোন্ কোন্ স্থানে তৈরি হইত? কাগজ-শিল্প বাংলাদেশের

www.draminlibrary.com

কোথায় কোথায় ছিল? নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ কোন্ কোন্ জিলায় হইত? তোমাদের গ্রামে কি কি জিনিস তৈরি হয়?

২। নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে যেগুলি ঠিক তাহাদের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও:—

**প্রশ্ন:** বাংলাদেশ হইতে কি কি দ্রব্য বিদেশে যাইত?

**উত্তর:** ধান/কাপড়/কাগজ/সুপারী/লবণ/চিনি।

**প্রশ্ন:** মস্‌লিন কাপড় কোথায় তৈরি হইত?

**উত্তর:** বাজিতপুর/ঢাকা/রাজশাহী।

**প্রশ্ন:** জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ কারখানা কোথায় ছিল?

**উত্তর:** নারায়ণগঞ্জ/চট্টগ্রাম/বরিশাল/নোয়াখালী।

৩। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ শহর এবং উহাদের প্রাচীন শিল্পের নাম এলোমেলোভাবে দেওয়া হইল। যে শহর যে বিশেষ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাদের পাশাপাশি বসাও:—

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, মস্‌লিন, রেশম, লবণ।

www.draminlibrary.com

# মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়

—আবদুল্লাহ আল মুতী

ঘরের এক কোণে একটি থালায় খানিকটা পানি রাখিয়া দাও। কয়েক দিন পরে দেখিবে সেই পানি উধাও হইয়া গিয়াছে।

থালার পানি কেহ ঢালিয়া ফেলে নাই। কিন্তু পানিটা গেল কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে—এই পানি উড়িয়া গিয়াছে। খোলা জায়গায় পানি রাখিলে সব সময়ই পানি এইভাবে উড়িয়া যায়। নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ-সমুদ্র সব জায়গার পানি অনবরত উড়িয়া যাইতেছে।

www.draminlibrary.com

প্রতিদিন যে হাজার হাজার মণ পানি এইভাবে উধাও হইয়া যায়, তাহা কোথায় যায়?

এই পানি অদৃশ্য আকারে হাওয়ায় ভাসিতে থাকে। তখন ইহার নাম হয় জলীয় বাষ্প। তোমরা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, আমাদের চারিদিকে হাওয়ার মধ্যে সব সময়ই জলীয় বাষ্প রহিয়াছে। শীতের দিনে এই জলীয় বাষ্প কম থাকে, তাই এই সময়ে আমাদের ঠোঁট ও মুখের চামড়া শুকনা হাওয়ায় ফাটিয়া যায়। বর্ষার দিনে হাওয়ায় জলীয় বাষ্প খুব বেশী থাকে, তাই এই সময়ে ভিজা কাপড় চোপড় সহজে শুকায় না।

তাপের প্রভাবেই পানি এইরূপ জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। উনানের উপর ভাত বা তরকারী রাঁধিবার সময় দেখিও ফুটন্ত হাঁড়ি হইতে অনবরত ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হইতেছে। উনানের আগুনের তাপেই পানি এইভাবে বাষ্পে পরিণত হইতেছে।

শীতের দিনে সূর্যের তাপ কম পড়ে, তাই হাওয়ায় জলীয় বাষ্পও কম থাকে। কিন্তু গরমের দিনে সূর্যের তাপ প্রখর হইয়া উঠে। তখন নদী-নালা ও সমুদ্র হইতে অনবরত পানি বাষ্প হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। নীচের বাতাস অপেক্ষা উপরের বাতাস ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া জলীয় বাষ্পের কণাগুলি

www.draminlibrary.com

ফোঁটা ফোঁটা পানিতে পরিণত হয়। যখন এইরূপ অনেক কণা জমা হয়, তখন তৈরী হয় মেঘ। কাজেই আকাশে সাদা, কালো, ছেঁড়া-খোঁড়া নানা আকারের যেসব মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি আসলে অসংখ্য জমাট পানির কণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

তোমরা দেখিয়াছ, মেঘ বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়, এক দেশ হইতে আর এক দেশে উড়িয়া যায়। মেঘ (অর্থাৎ কোটি কোটি পানির কণা) যতক্ষণ হাওয়া অপেক্ষা হাল্‌কা থাকে ততক্ষণই এইরূপ ভাসিয়া বেড়াইতে পারে; কিন্তু আরো উপরের ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগিলে পানির কণাগুলি জমিয়া আরো বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। তখন তাহারা এমন ভারি হইয়া উঠে যে, আর বাতাসে ভাসিয়া থাকিতে পারে না, বৃষ্টিরূপে নামিয়া আসে। বর্ষার দিনে আকাশে প্রচুর মেঘ জমে, তাই দিনরাত কেবলই বৃষ্টি ঝরিতে থাকে।

জলীয় বাষ্প-পূর্ণ ভিজা বাতাস গ্রীষ্মকালে গরম হইয়া উঠে। গরম বাতাস হালকা হইয়া উপরের দিকে যায়। আর ঠাণ্ডা ভারি বাতাস নীচের দিকে নামে। কখনো কখনো এই গরম বাতাস আর ঠাণ্ডা বাতাসে ঠোকাঠুকি হইয়া ভয়ানক কাণ্ড বাধিয়া যায়। বৃষ্টির ফোঁটা এবং ঠাণ্ডা আর গরম হাওয়া মিলিয়া আকাশে তুমুল ঘূর্ণিনাচ চলিতে থাকে। ইহাই ঝড়। ঝড়ের বেগ

www.draminlibrary.com

ঘণ্টায় একশত মাইল কিংবা তাহার চাইতেও বেশী হইতে পারে। উহার দাপটে তখন দুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপে। অনেক সময়ে এমন ঝড়ে পড়িয়া বহু লোক প্রাণ হারায়, বহু ঘর-বাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে নোয়াখালী ও বরিশালে এমনি এক ঘূর্ণিঝড়ে কয়েক লাখ লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল।

এক কালে লোকে মনে করিত ঝড়-বৃষ্টি বুঝি আকাশে দৈত্য দানবের কাণ্ড-কারখানা ; কিন্তু আজ-কাল মানুষ এই সবের কারণ জানিতে পারিয়াছে। তাই ঝড়-বৃষ্টি হইবার আগেই আবহাওয়া অফিস হইতে কখন কোথায় ঝড়-বৃষ্টি হইবে সে খবর প্রচার করা হয়। খবরের কাগজ ও বেতার মারফতে সে খবর জানিয়া আমরা পূর্ব হইতেই সাবধান হইতে পারি।

( সংকলিত )

**শব্দার্থ:** অদৃশ্য—দেখা যায় না এইরূপ। প্রভাব—শক্তি। উধাও—অদৃশ্য। অনবরত—সব সময়। আশ্চর্য—অবাক। প্রখর—তীক্ষ্ণ। সংস্পর্শে—সংসর্গে, ছোঁয়া লাগিয়া। ভয়ানক—গুরুতর। ঘূর্ণিনাচ—চক্রাকারে নাচ। প্রচার—জানান। বেতার—বিনাতারে কথাবার্তা পাইবার যন্ত্র। মারফতে—সাহায্যে, মাধ্যমে। সাবধান—সতর্ক। অসংখ্য—যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। জলীয়—পানি সম্বন্ধীয়।

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। (ক) পানি উড়িয়া কোথায় যায়? জলীয় বাষ্প কি?

(খ) পানি কিভাবে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়?

(গ) কিরূপে মেঘের সৃষ্টি হয়?

(ঘ) বৃষ্টি কিরূপে হয়?

(ঙ) কিরূপে ঝড়ের সৃষ্টি হয়?

(চ) ঝড়-বৃষ্টি সম্বন্ধে আগেকার লোকদের ধারণা কি ছিল?

২। কোন্‌টি সঠিক উত্তর তাহা ঠিক করিয়া উত্তরের পাশে (ক) (খ), (গ), দাও :—

| প্রশ্ন : | উত্তর : |
| --- | --- |
| (ক) কোন সময় ঠোঁট ও মুখের চামড়া ফাটিয়া যায়? | শীতের সময়, গরমের সময়; তাপের, মেঘ-বৃষ্টি, বাতাসের। |
| (খ) কিসের প্রভাবে পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়? | |
| (গ) ফোঁটা ফোঁটা পানির কণা জমিয়া কি হয়? | |

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

এই পানি—আকারে হাওয়ায়—থাকে। তখন ইহার —হয়—বাষ্প। তোমরা হয়ত শুনিয়া—হইবে, আমাদের চারিদিকে—মধ্যে সব—জলীয়—রহিয়াছে। —দিনে এই জলীয় বাষ্প—থাকে ; তাই এই—আমাদের ঠোঁট ও—চামড়া—হাওয়ায়—যায়। —দিনে—জলীয় বাষ্প খুব বেশী—তাই এই—ভিজা কাপড়-চোপড় সহজে—না।

৪। নীচের ভুল কথাটিতে 'কাটা' (×) চিহ্ন এবং ঠিক কথাটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও :—

(ক) কয়েকদিন পরে দেখিবে থালার পানি পচিয়া গিয়াছে।

(খ) বর্ষার সময় হাওয়ায় জলীয় বাষ্প খুব কম থাকে।

(গ) শীতের সময় ঠোঁট আর মুখের চামড়া ফাটিয়া যায়।

(ঘ) নীচের বাতাস অপেক্ষা উপরের বাতাস গরম।

(ঙ) ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় এক হাজার মাইল হইতে পারে।

(চ) ঝড়-বৃষ্টি দৈত্য-দানবের কারখানা নয়।

৫। বাক্য রচনা কর :—

অদৃশ্য, সমুদ্র, ঠাণ্ডা, ভয়ানক।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

৬। অর্থ লিখ :—

জলীয়, আশ্চর্য, প্রখর, অনবরত, প্রভাব, ফুটন্ত, সংস্পর্শে, দাপট, মারফত, ঘূর্ণিনাচ, বেতার।

৬। বিপরীত শব্দ বল :—

অদৃশ্য, কম, ভিজা, শীত, হালকা, গরম।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# এভারেস্ট বিজয়

ছোট একটি তাঁবুতে দুইজন লোক ঘুমাইয়া আছেন। একজন ছোটখাট আকারের, গায়ের রং আধ ময়লা, পাহাড়ী লোক, লেখাপড়া বড় জানেন না, নাম তেনজিং। অপর জনের লম্বা চেহারা, গায়ের রং ধব্‌ধবে সাদা। লেখাপড়া বেশ জানেন। ইনি বিদেশী, নাম হিলারী।

www.draminlibrary.com

রাত্রে বিদেশী লোকটি জুতা বিছানার ধারে খুলিয়া রাখিয়া শুইয়াছিলেন। ভোরে দেখা গেল, ঠাণ্ডায় জুতা লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। এক ঘন্টার মত আগুনে সেঁকিবার পর জুতা পায়ে দেওয়ার মত হইল। পাহাড়ী লোকটি তাঁবুর ফাঁক দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, এক অপরূপ প্রভাত তুষারে ঝলমল করিতেছে। পূর্ব দিনকার বায়ুর শোঁ শোঁ গর্জন কোথায় যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

তাঁবু পড়িয়াছে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২৭,০০০ ফুট উর্ধ্বে, হিমালয় পর্বতে। নীচে ধাপে ধাপে পর পর আরো আটটি তাঁবু রহিয়াছে। সঙ্গীরা সব নীচে। সকলে মিলিয়া প্রায় চারিশত লোক। ইহার প্রায় ১৭০ মাইল পথ চলিয়া তুষার রাজ্যে পৌঁছিয়াছে। ১২ জন অভিযাত্রী দূর বিদেশের লোক আর সব পার্বত্য রাজ্য নেপালের অধিবাসী।

প্রথম তাঁবু হইতেই বরফের রাজ্য শুরু। বরফ আর বরফ। বরফের উপর দিয়া পথ চলা সহজ নহে। কুড়ালের সাহায্যে তুষার কাটিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যত উপরে উঠিবে, বাতাসের 'অক্সিজেন' তত কমিয়া আসিবে। সেই 'পাতলা' বাতাসে শ্বাস লইতে কষ্ট হয়। পা-ফেলা, পা-তোলা কঠিন হইয়া উঠে। ভার বহন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেখানে প্রায়ই জোরে

৩—

www.draminlibrary.com

ঝড় বহে, ঝড়ে মানুষ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে, গুঁড়া বরফ পড়িতে থাকে। বরফ মানুষকে ডুবাইয়া দিতে পারে। পথ পিচ্ছিল ; একবার পা ফসকাইলে আর রক্ষা নাই। গড়াইতে গড়াইতে গভীর খাদে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। এই বরফময় পথে কতবার কত লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এভারেস্ট জয়ের দশ দশটি অভিযান পূর্বে ব্যর্থ হইয়াছে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

সাড়ে ছয়টা বাজিতেই হিলারী ও তেনজিং শেষ তাঁবু হইতে বাহির হইলেন। হিলারীর জুতা তখনো শক্ত রহিয়াছে—তেনজিং আগে আগে পথ কাটিয়া চলিয়াছেন। পরে পালা বদল করিয়া একজন সামনে আর একজন পিছনে চলিলেন। খাড়া পথ, বরফ কাটিয়া-সিঁড়ি তৈরি করিয়া উঠিতে হইবে। দুইজন ত্রিশ ফুট দড়িতে বাঁধা। উদ্দেশ্য, একজন গড়াইয়া নীচে পড়িতে থাকিলে, আর একজন টানিয়া রাখিবেন।

নয়টার সময় তাঁহারা লক্ষ্যের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট এখন অতি নিকটে। দশ মিনিট বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা আবার চলিলেন, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিলে কোন বিপদই-বা আসিয়া পড়ে! পথে এক স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাস আর চলে না। দুইজনেই দাঁড়াইলেন। অক্সিজেনের বাক্স হইতে আস্তে আস্তে খানিকটা

www.draminlibrary.com

অক্সিজেন টানিয়া লইলেন। বাতাস হইতে অক্সিজেন পাইয়া মানুষ ও জীব-জন্তু বাঁচে। এত উপরে অক্সিজেন বড়ই কম। দুইজনের সঙ্গেই অক্সিজেনের বাক্স আছে। বাক্স পিঠের উপর নাকের সঙ্গে নল দিয়া জোড়া আছে। নিঃশ্বাস টানিলে নল দিয়া অক্সিজেন আসে।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দুইজনে ২৯,০২৮ ফুট উচ্চে এভারেস্টের চূড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন নীল আকাশে সূর্যের আলো ঝল্‌মল করিতেছে। সে দিন ২৯শে মে ১৯৫৩ সাল। সেদিন মানুষের বত্রিশ বৎসরের চেষ্টা সফল হইয়াছে, হিমালয় মানুষের কাছে মাথা নত করিয়াছে, সর্বোচ্চ শৃঙ্গে মানুষ আসিয়া এই প্রথম দাঁড়াইয়াছে।

চূড়ায় উঠিয়া তেনজিং মনের আনন্দে হিলারীকে আলিঙ্গন করিলেন, কুঠার হইতে খুলিয়া জয় নিশান উড়াইয়া দিলেন। হিলারী তেনজিং-এর চারিদিকের বহু ছবি তুলিলেন।

পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল, এবার নামিতে হইবে। সঙ্গীদিগকে আনন্দে খবর দিতে হইবে। সঙ্গীরা খবর পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিল। দুই-এক দিনের মধ্যে সারা দুনিয়ায় সে খবর ছড়াইয়া গেল।

( সংকলিত )

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থ ঃ** অপরূপ—অপূর্ব, বিশেষ সুন্দর। তুষার—বরফ। ঝলমল—উজ্জ্বল। উর্ধ্বে—উপরে। তুষার রাজ্য—বরফের দেশ। অভিযাত্রী—যে দুঃসাধ্য কাজ করিতে যাত্রা করে। পথ-প্রদর্শক—পথ দেখাইবার লোক। পার্বত্য-রাজ্য—পর্বত এলাকার দেশ। অধিবাসী—বাসিন্দা। শ্বাস—নিঃশ্বাস। কঠিন—দুরূহ, কষ্টকর। খাদে—গর্তে। পথ কাটিয়া—পথ পরিষ্কার করিয়া। চূড়া সর্বোচ্চ স্থান। এভারেস্ট—হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। আলিঙ্গন—কোলাকুলি। জয়-নিশান—জয়-পতাকা।

হিমালয়—পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা। দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হাজার মাইল। ইহা ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত।

## অনুশীলনী

১। (ক) অভিযাত্রী দুইজন কে কে? তাঁহাদের মধ্যে কে কিরূপ লেখাপড়া জানিতেন?

(খ) অভিযান কোথা হইতে শুরু হইয়াছিল?

(গ) বরফের উপর দিয়া চলা সহজ নয় কেন?

www.draminlibrary.com

(ঘ) বেশী উর্ধ্বে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় কেন? অক্সিজেন সঙ্গে নেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়?

(ঙ) এভারেস্টের চূড়ায় উঠিয়া হিলারী ও তেনজিং কি দেখিলেন এবং কি করিলেন?

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

২। বাক্য রচনা কর:—

ধব্‌ধবে, শোঁ শোঁ, ঝল্‌মল্।

৩। বিপরীত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর:—

সামনে (যেমন—সামনে চল, পিছনে পড়িও না)। নীচে, কম, উঠা।

৪। শুদ্ধ করিয়া লিখ:—

(ক) জুতা লোহার মত নরম হইয়া গিয়াছে।

(খ) ঝড়ে মানুষ পোড়াইয়া ফেলিতে পারে।

(গ) পিচ্ছিল পথে পা মচ্‌কায়।

৫। নিম্নের শব্দগুলির অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য কর (শিক্ষক মহোদয় বুঝাইয়া দিবেন):—

(ক) পা-তোলা, পা-ফেলা;

(খ) বরফ জমে, বাজার জমে;

(গ) পনেরো-মিনিট, মিনিট-পনেরো।

---

www.draminlibrary.com

# উড়ো জাহাজ

পাখি আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষের মনেও আকাশে উড়িবার সাধ জাগিয়াছিল। কল্পনায় মানুষ কত যে উড়িয়াছে তাহার কোনো হিসাব-নিকাশ নাই। কিন্তু বাস্তবে উড়িবার জন্য তাহাকে নানাভাবে চেষ্টা করিতে হইয়াছে। দীর্ঘকাল তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। ডাঙায় যখন রেলগাড়ী চলিতে লাগিল, পানিতে জাহাজ চলিল, তখনো মানুষ শূন্যে উড়িবার কোনো উপায় স্থির করিতে পারে

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

নাই। মানুষ উড়োজাহাজ তৈরি করিয়াছে—সে বেশী দিনের কথা নহে।

আকাশে উড়িবার চেষ্টায় মানুষ প্রথম তৈরি করিল বেলুন। আগুনের ধোঁয়া আপনাতেই উর্ধ্বে উঠে দেখিয়া হালকা থলির মধ্যে ধোঁয়া ভরিয়া ইহাকে মানুষ আকাশে উড়াইল। ইহার সহিত হাঁস-মুরগী টাঙাইয়া দিয়া পরীক্ষা চালাইল। ক্রমে সাহস করিয়া মানুষ একদিন নিজেও বেলুনে উড়িয়া দেখিল। সেই-দিন হইতে ইউরোপে বেলুনের উন্নতির জন্য জোর চেষ্টা চলিতে লাগিল। উন্নত ধরনের থলে তৈরি হইল। ধোঁয়ার স্থলে গ্যাসের ব্যবহার চলিল। ক্রমে প্যারাসুটের আবিষ্কার হইল। কত লোক বেলুনের উপর উঠিল এবং প্যারাসুটের সাহায্যে নীচে নামিয়া অসংখ্য দর্শককে অবাক করিয়া দিল। কিন্তু মানুষ বেলুনকে তাহার ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিল না। অনুকূল বাতাস ছাড়া বেলুন চালানো দায়; ইহাকে যেমন ইচ্ছা নামানো-উঠানো, ঘুরানো-ফিরানো যায় না। মানুষ শূন্যে উড়িতে পারিল বটে, কিন্তু তাহার উড়িয়া বেড়াইবার সাধ মিটিল না।

অনেক চিন্তার পর সবশেষে একদিন মানুষের চোখ ফুটিল। সে লক্ষ্য করিল, পাখি পাখায় ভর করিয়া আকাশে উড়ে, মাছ লেজ নাড়িয়া, ডানা

www.draminlibrary.com

কাঁপাইয়া পানিতে ভাসিয়া বেড়ায়। এমন কি মানুষ দুই হাতে বাতাস কাটিয়া ডাঙায় চলাফেরা করে। এই-বার মানুষ উড়োজাহাজ নির্মাণের ইঙ্গিত পাইল। বহুকালের সাধনায় মানুষ তাহার এই চিন্তাকে কাজে লাগাইতে পারিল। এই সেদিনকার কথা। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আমেরিকার 'রাইট ব্রাদার্স'

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

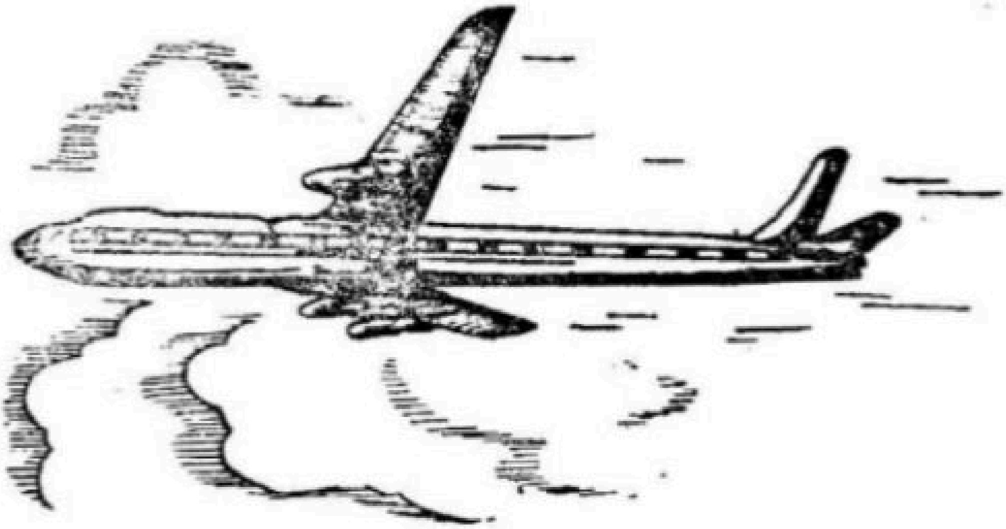

এক ধরনের উড়োজাহাজে আকাশে উড়ার প্রথম পরীক্ষা চালান। উহা আকাশে ৫৯ সেকেণ্ড ছিল। ১৯০৮ সালে রাইট ব্রাদার্স শূন্যে ১ ঘন্টার মত উড়িতে সমর্থ হন। বিদ্যুৎ বেগে পৃথিবীময় এই খবর ছড়াইয়া

www.draminlibrary.com

পড়িল। অতঃপর পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে উড়োজাহাজ নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

বেলুনে কোনো ইঞ্জিন ছিল না। বিমানে ইঞ্জিন যোগ করা হইল এবং পাখা লাগানো হইল। ইহাতে খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হইল। স্টীমার ও রেলের যেমন স্টেশন হয়, তেমনি সারা পৃথিবীতে 'এয়ার-পোর্ট' বা বিমানঘাঁটি তৈরি হইল। বিভিন্ন দেশের উড়োজাহাজ চলাচলের পথ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। সাগর, মহাসাগর, পর্বত, মরুভূমি, বন-জঙ্গল এতকাল ধরিয়া মানুষের চলাচলের পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিত। এইসব বাধা মানুষের কাছে হার মানিল। বিমান সাগর পাড়ি দিল, মরু—ভূমি পার হইল, বরফে ঢাকা অতি উচ্চ পর্বত পার হইল, তিন মাসের পথ তিন দিনে চলিল। যুদ্ধের সময় মানুষ বিমানে উড়িয়া শত্রুর দেশে বোমা ফেলিয়া আসিল। বোমা ফেলিয়া সাগরে ভাসমান শত্রুর জাহাজ ডুবাইয়া দিল। এমন আরো কত অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, বিমানে বিপদের ভয়ও কমিয়া আসিতেছে। মানুষ আজ পাখি অপেক্ষা দ্রুত উড়িতে শিখিয়াছে।

এত করিয়াও মানুষের উড়িবার সাধ মিটিয়াছে কি? প্রত্যেকটি পাখি নিজ নিজ ডানার সাহায্যে

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু প্রতিটি মানুষের একখানি বিমান থাকিবে, এই কথা বোধ হয় কেহ এখনো কল্পনা করে নাই। মানুষ চাঁদে গিয়াছে। এখন আবার অন্যান্য গ্রহে যাইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিবার আশায় নানান পরীক্ষায় সে মশগুল।

(সংকলিত)

**শব্দার্থ:** সফল—সার্থক, ফলবতী। ক্রমে—ধীরে ধীরে। সঞ্চয়—যোগাড়। প্রাচীন—পুরাতন। কল্পনা—যাহা নাই তাহা আছে মনে করা, চিন্তা। বাস্তব—যাহা আছে। আবিষ্কার—নূতনের সন্ধান লাভ। অনুকূল—যাহাতে সাহায্য হয়। এয়ার-পোর্ট—যেখানে উড়োজাহাজ উঠানামা করে, বিমান বন্দর। ভাসমান—ভাসিতেছে এমন। চলাফেরা—বিচরণ। ইঙ্গিত—ইশারা। বিদ্যুৎ—তড়িৎ, বিজলি। বিদ্যুৎ-বেগে—বিদ্যুতের গতিতে। সাধনা—জোর চেষ্টা, নিষ্ঠা সহকারে কাজ করা। প্রতিযোগিতা—কোনো কাজে অপরকে হারাইয়া দেওয়ার চেষ্টা। নির্দিষ্ট—স্থির। মশগুল—ব্যস্ত। আকাঙ্ক্ষা—ইচ্ছা, সাধ।

## অনুশীলনী

১। (ক) 'কল্পনায় মানুষ কত যে উড়িয়াছে—কথাটির অর্থ কি?

www.draminlibrary.com

(খ) তুমি কখনো উড়িয়া বেড়াইবার কথা কল্পনা করিয়াছ কি?

(গ) মানুষের বুদ্ধিতে বেলুন তৈরি করিবার খেয়াল আসিল কিভাবে?

(ঘ) বেলুনকে কাজে লাগাইতে পারা গেল না কেন?

২। কোনটি তোমার মতে ঠিক?

বিমান দেখিতে পাখির মত, কারণ ইহার পাখা আছে।

অথবা,

বিমান দেখিতে মাছের মত, কারণ ইহার লেজ আছে।

৩। (ক) বিমান দ্বারা শান্তির সময় কি কাজ হয়?

(খ) বিমান দ্বারা যুদ্ধের সময় কি কাজ হয়?

৪। নিম্নের শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর:—

আবিষ্কার, অতিক্রম, কল্পনা, উন্নত, সঞ্চয়, অসংখ্য, ক্ষুদ্র।

৫। শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া পড়িয়া যাও:—

প্রথমে, হাল্‌কা থলিতে—ভরিয়া বেলুন তৈরি করা হইল, পরে—বদলে—ব্যবহার করা হইল। বেলুন হইতে -নীচে নামিতে পারা যায়। —বাতাস ছাড়া বেলুন

www.draminlibrary.com

চালানো দায়, কিন্তু বিমানে—যোগ করা হইল। বিমানে বিপদের—কমিয়া আসিয়াছে।

৬। **অর্থ বল :—**

হিসাব-নিকাশ, সাধ, বাস্তব, ভাঙ্গা, অনুকূল, ইঙ্গিত, বিদ্যুৎ-বেগে, প্রতিযোগিতা, বিমানঘাঁটি, হার মানিল।

—০—

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

# উদ্ভিদের জীবন কথা

—জগদীশ চন্দ্র বসু

মাটির নীচে অনেকদিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তাহার পর বর্ষার আরম্ভ। দুই এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বাহির হইতে কে যেন বৃক্ষশিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলোক দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িল। দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে যাইয়া শক্তভাবে মাটি ধরিয়া রহিল। আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল।

www.draminlibrary.com

তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় যেন সে ছোট মাথাটি তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে তাহার নাম 'মূল'। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে তাকে বলে 'কাণ্ড'। সকল গাছেরই মূল আর কাণ্ড এই দুই ভাগ দেখিতে পাইবে। আশ্চর্যের কথা এই যে, গাছকে যে রূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবেই। টবে একটি গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই একদিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই। সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি

www.draminlibrary.com

হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। গাছ সেই সব পদার্থ আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ইহা ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতেও আহার সংগ্রহ করে। জীবদেহে সব সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলিতেছে। প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। তাহাকে 'অঙ্গারক বায়ু' বলে। ইহা যদি পৃথিবীর বাতাসে জমিতে থাকে তবে সকল জন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহা আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়; গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বর্ধিত করে।

গাছেরা আলো চায়। আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের প্রধান চেষ্টা কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার টবে গাছ রাখ তবে দেখিবে ডালগুলি অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর

www.draminlibrary.com

দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলো পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যায়। এইজন্য উহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

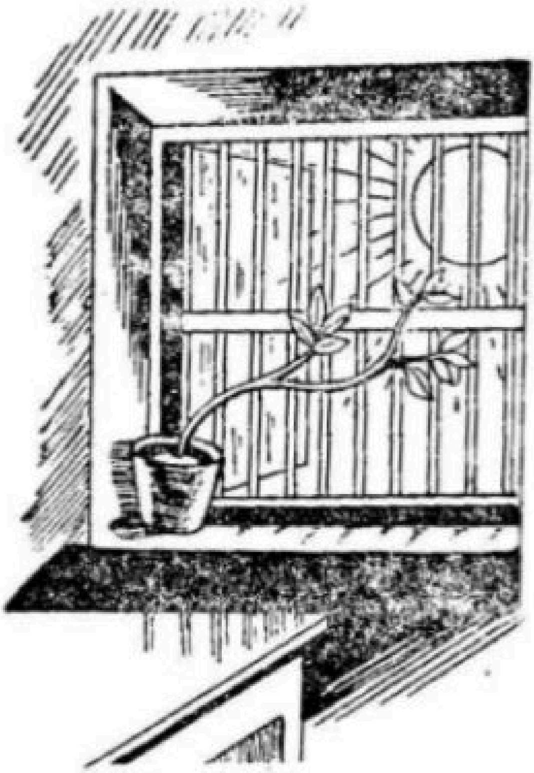

সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হয়।

www.draminlibrary.com

শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে আলোই জীবনের মূল। গাছের শরীরে ও তাহার শস্যে সূর্যকিরণ আবদ্ধ হয়। এই কিরণের সাহায্যেই গাছ ও শস্য বাড়িতে থাকে। আর আমরা শস্য আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, [illegible] একপ্রকারে বা [illegible] সূর্যের আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে চায়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। (পরিবর্তিত)

শব্দার্থ ; কৌশল [illegible]—[illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] বীজ—যাহা হইতে অঙ্কুরের সৃষ্টি হইয়া পরে গাছ হয়। কোমল—নরম। ভেদ করিয়া—ফুঁড়িয়া। বিস্ময়ের সহিত—অবাক হইয়া। প্রবেশ করে—ঢুকে। [illegible]—[illegible]। কঠিন—শক্ত। [illegible]—[illegible] [illegible], ঝিরঝির। বিষাক্ত—বিষ [illegible] [illegible]—[illegible]। করুণার—দয়ার। [illegible]—[illegible]। মূল—প্রধান বিষয়, শিকড়। কিরণ—আলো। আবদ্ধ—আটক। ধারণ—ধরা। সন্তান—ছেলেমেয়ে।



www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) গাছের অঙ্কুর কিভাবে বাহির হয়?

(খ) অঙ্কুরসহ একটি টব দুই একদিন উল্টাইয়া রাখিলে কি ঘটিবে?

(গ) গাছ কোন্ কোন্ বস্তু হইতে আহার পায়?

(ঘ) গাছের গোড়ায় পানি না দিলে গাছ মরিয়া যায় কেন?

(ঙ) গাছেরা যে সূর্যের আলো চায় এবং সূর্যের আলো না পাইলে মরিয়া যায়—এই বিষয় তুমি কি জানো?

২। 'অম্লজান বায়ু' কাহাকে বলে?

৩। গাছ কিভাবে আহার করে?

৪। নিম্নের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :—

প্রশ্ন : গাছ কি দিয়া আহার করে?

উত্তর : শিকড় দিয়া পাতা দিয়া [illegible] দিয়া।

প্রশ্ন : [illegible] কাহার উপরে?

উত্তর : [illegible] উপরে/দেহের উপরে।

প্রশ্ন : গাছের [illegible] কে?

উত্তর : [illegible]।

www.draminlibrary.com

৫। ডান দিক হইতে বিপরীত শব্দ বাহির কর :—

| | |
|---|---|
| বাহির, কঠিন, নীচে, জীবন, বাড়া, হাসা। | কমা, ভিতর, মৃত্যু, কাঁদা, কোমল, উপরে। |

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

আমরা যেরূপ—করি, গাছও—আহার করে। আমাদের—আছে, আমরা কঠিন—খাইতে—। ছোট ছোট—দাঁত নাই। তাহার—দুধ—। গাছেরও—নাই।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# জলপ্রপাত

তোমরা নদী দেখিয়াছ। অনেক নদীর জন্ম হয় পাহাড় পর্বতের উচ্চ দেশে বরফ-গলা পানিতে। ঐ স্রোতধারা পাহাড়-পর্বতের ঢাল বাহিয়া ক্রমশ নীচের দিকে চলে। পথে হয়ত নদীর এমনি একটি স্রোতধারা সম্মুখে কোনো খাড়া পাহাড়ের দেওয়ালে বাধা পাইল। পানি জমিতে লাগিল। ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া দেওয়ালের অপেক্ষাকৃত কম উঁচু অংশটির উপর দিয়া গড়াইয়া বহু নিম্নে পড়িতে লাগিল। এইভাবে বিস্তৃত বিপুল

www.draminlibrary.com

জল রাশির উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন, ইহাকেই জলপ্রপাত বলে।

বাংলাদেশে কোনো জলপ্রপাত নাই। পৃথিবীর সবপ্রধান জলপ্রপাত দুইটি—আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত নায়েগ্রা নদীর স্রোতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত জলস্রোত বিপুল বেগে ভীষণ গর্জন করিয়া নিম্নে পতিত হয়। পতনের ফলে যে ভীষণ শব্দ হয় তাহাতে কানে তালা লাগে। যে ফেনরাশি উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ ফেনরাশি সর্বদা উপরের দিকে ছিটকাইয়া উঠে। এত উপরে উঠে যে, পনেরো-বিশ মাইল দূর হইতেও উহার বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। উহার উপর সূর্যের কিরণ পড়িয়া এক অদ্ভুত রংধনুর সৃষ্টি করে। রাত্রিবেলা চাঁদের আলোয় এক রুপালী সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। বিশ-পঁচিশ মাইল দূর হইতে উহার গর্জন শুনিতে পাওয়া যায়। এক হাজার কামানে এক সঙ্গে আগুন দিলে যে ভয়ঙ্কর শব্দ ও প্রচুর ধূম উৎপন্ন হয় ঐ জলপ্রপাতও সেইরূপ শব্দ ও বাষ্প উৎপাদন করিয়া থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর জলপ্রপাতের নাম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। ডাক্তার লিভিংস্টোন

www.draminlibrary.com

নামক একজন ইংরেজ উহা আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার নাম অনুসারে উহার নাম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত রাখা হয়। প্রায় এক মাইল বিস্তৃত বিশাল জলধারা ভীষণ বেগে পর্বতের উপর দিয়া প্রায় ৪৫০ ফুট নীচে পতিত হইয়াছে। উহার বাষ্পরাশি ধোঁয়ার মত প্রায় এক মাইল উপরে উঠে; দেখিয়া মনে হয় যেন কোথায়ও আগুন লাগিয়া বিপুল ধূমরাশি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে।

মানুষ বুদ্ধিবলে জলপ্রপাতের তীব্র বেগবান স্রোতের সাহায্যে যন্ত্র ঘুরাইয়া পানি বিদ্যুৎ তৈরি করিতেছে। ঐ পানি বিদ্যুতের সাহায্যে কলকারখানা চালাইতেছে এবং বিস্তৃত অঞ্চল সেই বিদ্যুতের কল্যাণে বিজলি বাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া রাত্রিকে দিনের ন্যায় আলোকিত করিতেছে।

পৃথিবীর নানা দূর দেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক লোক এই সমস্ত জলপ্রপাত দেখিতে যায়। (সংকলিত)

**শব্দার্থ :** বিপুল—প্রকাণ্ড, বৃহৎ। উচ্চদেশে—উপরে। ঢাল—নিম্নমুখী পথ। খাড়া—সোজা। সর্ববৃহৎ—সবচেয়ে বড়। উৎপন্ন—সৃষ্টি। বেগে—গতিতে। পতনের—পড়ার। গর্জন—উচ্চশব্দ। অদ্ভুত—আশ্চর্য। হতভম্ব—অবাক। তীব্র—প্রখর, তীক্ষ্ণ।

www.draminlibrary.com

রূপালী—রূপার রঙের মত। ভয়ঙ্কর—গুরুতর, সাংঘাতিক। বিশাল—বিরাট। বেগবান—যাহার গতি তীব্র। বিদ্যুৎ—বিজলি। কল্যাণে—দয়ায়, (এখানে) সাহায্যে।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

## অনুশীলনী

১। (ক) জলপ্রপাত কাহাকে বলে?

(খ) ইহা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

(গ) বাংলাদেশে কোনো জলপ্রপাত আছে কি?

(ঘ) পৃথিবীর দুইটি বৃহৎ জলপ্রপাতের নাম কর।

(ঙ) ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত কে আবিষ্কার করেন?

(চ) নায়েগ্রা ও ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের বর্ণনা দাও।

(ছ) জলপ্রপাত দ্বারা মানুষের কোনো উপকার হয় কি?

২। বাক্য রচনা কর:—

স্রোতধারা, বিপুল, গর্জন, পর্বত, বিজলি।

৩। অর্থ লিখ:—

বিপুল, তীব্র, পৃথিবী, সৌন্দর্য।

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# সুন্দরবনে ভ্রমণ

আমাদের ঢাকার বাড়ির পাশেই হেকিম সাহেবের দাওয়াখানা। আমি তখন ছাত্র। পড়ার অবসরে হেকিম সাহেবের কাছে গল্প শুনি। রোগের গল্প নয় শিকারের গল্প। হেকিম সাহেব শুধু হেকিমই নহেন, শিকারীও বটে।

আমাকে একবার শিকারে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলাম। ঠিক হইল, সে বারে শীতের ছুটিতে সুন্দরবনে হরিণ শিকারে যাইব— হেকিম সাহেব, ছোট চাচা আর আমি।

ঢাকা হইতে বিমানে যশোহর, ট্রেনে খুলনা, নৌকায় সুন্দরবনে যাত্রা করিতে হইবে।

www.draminlibrary.com

ভাটির, টানের নৌকা দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। খুলনার প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে চালনা বন্দর। খুলনা আধুনিক শহর কিন্তু তাহার দশ মাইলের পরেই দেখিবে বিরাট পরিবর্তন। নদীর দুইধারে শুধু মাঠ আর মাঠ।

ভৈরব নদীর পর রূপসা বাহিয়া আমরা দক্ষিণে চলিয়াছি। সেই সকাল হইতে একে একে কত নদী-খালই না পার হইয়া আসিলাম। পরে পাওয়া গেল চুনকুড়ি নদী—ছোট সুন্দর নদীটি।

জোয়ারের সময় নৌকা বাঁধিয়া রাখা ও আবার ভাটির স্রোতে আবার যাত্রা শুরু হইল। সন্ধ্যায় ঢাকী নদীতে এক গাঁয়ের পাশে বিশ্রাম।

ঢাকীর প্রতিবেশী ভদ্রা নদী, কুমিরের জন্য বিখ্যাত। ভোরে দেখিলাম, ছোট-বড় নানা আকারের অনেক কুমির নদীর চরে রোদ পোহাইতেছে।

শিবসা নদীতে আসিয়া পড়িলাম। বিরাট বিশাল শিবসা নদী। এপার হইতে ওপারে কিছু দেখা যায় না। তখন পড়ন্ত বেলা। মাঝি 'বদর বদর' বলিয়া পাড়ি ধরিল। ওপারে সুন্দরবন। সন্ধ্যার পর বন বিভাগের এক বাংলোর ধারে একটি গাছের গায়ে নৌকা বাঁধিয়া রাত্রি যাপন করা গেল।

www.draminlibrary.com

ভোরে দেখিলাম বন। সুন্দর এই বনভূমি। কিন্তু সুন্দর বলিয়া সুন্দরবন নাম হয় নাই। সুন্দরী কাঠের জন্য নাম হইয়াছে সুন্দরবন।

খুলনা জিলার সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল এবং বরিশাল জিলার কিছুটা লইয়া এই বনভূমি। আয়তন দুই হাজার তিন শত বর্গমাইল।

বনে সুন্দরী কাঠের গাছই বেশী। আর আছে গেওয়া, কেওড়া, গামর, বাইন, গরান, হেঁতাল গাছ আর খোলপাতা। বেতও আছে প্রচুর। গাছগুলি উঁচু খুব, কিন্তু বেড় কম।

বনের ভিতর দিয়া ধলেশ্বর, সুপতি, শিবসা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদ-নদী আর উহাদের শাখা-প্রশাখা বহিয়া গিয়াছে দক্ষিণ পথে সমুদ্রের দিকে।

সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিশ্ব-বিখ্যাত। যেমন বড় তেমন হিংস্র, যেমন ভয়ানক তেমনি সুন্দর। রাতের বেলা বাঘের ডাকে বনভূমি কাঁপিয়া উঠে। ভোরে ঘুমের ঘোরে বন-মোরগের ডাক শুনিয়া মনে হয় গ্রামের বাড়িতে ঘুমাইয়া আছি। সর্বাঙ্গ সুন্দর এখানকার হরিণগুলি। গায়ে লালের মাঝে সাদা সাদা ফোঁটা। গভীর কালো সুন্দর টানা টানা চোখ, চঞ্চল চাহনি, ক্ষিপ্রগতি। তাহাদের বন্ধু বানর কেওড়া গাছের উঁচু ডালে বসিয়া 'কু কু' ডাক

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

দেয় আর মগ ডালের নরম নরম পাতা ছিঁড়িয়া নীচে ফেলে। হরিণেরা মনের আনন্দে খায়। বনে আরো

আছে অগণিত পাখি, নানা আকারের, নানা প্রকারের। নদীতে আছে কুমির, হাঙর আর মাছ। 'জলে কুমির

www.draminlibrary.com

ডাঙায় বাঘ' প্রবাদটি সুন্দরবনে গিয়াই কেহ তৈরি করিয়া থাকিবে।

সেদিন অপরাহ্নে স্থানীয় এক শিকারীকে লইয়া হরিণ শিকারের জন্য আমরা বনে ঢুকিলাম সুবিধামত একটা জায়গা বাছিয়া লইয়া সবাই উঁচু কেওড়া গাছের উপরে উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গী শিকারীটি নরম পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বানরের অনুকরণ করিয়া 'কু-কু' ডাক দিতে লাগিল আমরা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাতটা হরিণ আসিয়া পাতা চিবাইতে লাগিল একটা বড় 'পায়লা' বোধ করি মুখ তুলিয়া বন্ধুকে জানাইতে গেল 'শুকরিয়া'। হেকিম সাহেবের বন্দুক গর্জিয়া উঠিল। হরিণটি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল অপর কয়টি হরিণ চারিদিকে ছুটিয়া পালাইল সেদিনের মত শিকার লইয়া নৌকায় ফিরিলাম। কি জানি কেন আমার ভাল লাগিতেছিল না। ফিরিবার পথে রহিয়া রহিয়া হরিণের অশ্রুপূর্ণ কালো ডাগর চোখের দিকে চাহিয়া আমার চোখ পানিতে ভরিয়া আসিতে লাগিল। সুন্দরী গাছে সূচালো একটা শুঁয়া আমার পায়ে বিঁধিয়া গেল। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নৌকায় ফিরিলাম।

www.draminlibrary.com

পরের দিন পায়ের ব্যথায় আমি শিকারে যাইতে পারি নাই। গেলেন চাচা আর হেকিম সাহেব। ফিরিলেন বাঘ শিকার করিয়া।

হেকিম সাহেব বাঘ শিকারের গল্প করিলেন: 'পা টিপে টিপে চলেছি, আমি আগে তোমার চাচা পেছনে, চোখ কান খুব হুঁশিয়ার। কে জানে কোথায় বাঘ, কোথায় হরিণ। দূরে একটা ঝোপের দিকে তাকাতেই দেখি, ইয়া বড় এক 'রয়েল বেঙ্গল' আমাদের দিকে তাকিয়ে লেজে তা দিচ্ছেন। হেকিমী মগজ, বুঝতে দেরি হলো না হুজুরের মর্জিখানা কি। চাচাকে ইশারা ক'রে তড়াক ক'রে একটা গাছ বেয়ে আমি উপরে উঠতে লাগলাম। জান বাঁচাতে দেখি তোমার চাচা আমার চেয়েও উপরে উঠে গেছেন। শিকার হাত-ছাড়া হয় দেখে ছুটে এলেন রয়েল বেঙ্গল সাহেব। আমরা তখন তার নাগালের বাইরে। মগ ডালে উঠে খ'সে দেখি, সাহেব গাছের গোড়ায় চক্কর দিচ্ছেন। চোখে আগুন, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। তখন মনে বুঝলাম, হেকিমী দাওয়াই না হ'লে হুজুরের মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না। তাক ক'রে রাইফেলের ঘোড়া টিপলাম। গুড়ুম! গুড়ুম! সাহেব হাঁকলেন 'হালুম হালুম' আর দিলেন লাফ, তার পরেই সব সাফ।"

www.draminlibrary.com

পরের দিন ভোরের জোয়ারে মরা বাঘ লইয়া ডাঙ্গার পথে খুলনা রওনা হইলাম।

(সংকলিত)

শব্দার্থ: হেকিম—মুসলমানী চিকিৎসা বিদ্যার অনুযায়ী যিনি চিকিৎসা করেন। দাওয়াখানা—চিকিৎসালয়। আজব—অদ্ভুত। অবসর—অবকাশ। বিমান—উড়োজাহাজ। বিশাল—প্রকাণ্ড। পড়ন্ত—যাহা শেষ হইয়া আসিতেছে এমন। রাত্রিযাপন—রাত্রি কাটানো। আয়তন—মাপ, পরিসর, বিস্তার। প্রশাখা—শাখা হইতে যাহা বাহির হয়। চঞ্চল—অস্থির। বেতু—বেত। বিশ্ববিখ্যাত—পৃথিবী জোড়া যাহার নাম। হিংস্র—হিংসাপরায়ণ, (বাঘ ও সিংহকে হিংস্র প্রাণী বলা হয়)। প্রবাদ—চলিত কথা। ঠেঁস—অনেক রকম গাছের শিকড় মাটি ভেদ করিয়া দেড় হাত পর্যন্ত উঁচু হইয়া উঠে, তাহাদিগকে ঠেঁস বলে। হুঁশিয়ার—সতর্ক, চতুর। ফন্দি—কৌশল, যুক্তি। মর্জি—ইচ্ছা। মেজাজ—মেজাজ, অহংকার। [illegible]—[illegible]। চক্কর—গোলাকার পথে ঘোরা। বাওয়ালি—[illegible]। শুকরিয়া—ধন্যবাদ। পায়দা—[illegible] ধনিশ। প্রতিবেশী—পড়শী, কাছের যাহা।

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। (ক) কে কে সুন্দরবনে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? (খ) সুন্দরবনের নাম কিভাবে হইল? (গ) সুন্দরবন কোথায়? (ঘ) সুন্দরবনে কি কি গাছ আছে? (ঙ) সুন্দরবনে কি কি জন্তু-জানোয়ার দেখা যায়? (চ) হরিণের বন্ধু কে? (ছ) শিকারীরা ফু-কু ডাক দেয় কেন? (জ) হরিণ শিকারের কাহিনী বল। (ঝ) হেকিম সাহেবের বাঘ শিকারের ঘটনাটি লিখ।

২। নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ:

(ক) শিকারের জন্য আমরা বনে ঢুকিল।

(খ) হেকিম গর্জিয়া উঠিল বন্দুক সাহেবের।

(গ) হরিণটি ঢলিয়া পড়িয়েল বনের বুকে।

৩। অশুদ্ধ অংশগুলির নীচে দাগ দাও:

(ক) ঢাকা হইতে ট্রেনে যশোহর, বিমানে খুলনা, নৌকায় সুন্দরবনে যাত্রা।

(খ) আর আছে গেওয়া, কেওড়া, তাল, বাবল, বাইন, তমাল, গরান, হেঁতাল গাছ আর গোলপাতা।

(গ) বনের ভিতর দিয়া ধলেশ্বর, গঙ্গা, সুপতি, শিবসা, পদ্মা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি নদ-নদী আর তাহাদের শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া গিয়াছে।

www.draminlibrary.com

৪। বাক্য রচনা কর:

হু-হু, টিপে টিপে, গুড়ুম গুড়ুম, হালুম হালুম, ঝরঝর ঝরঝর।

৫। শূন্যস্থান পূরণ করিয়া পড়িয়া যাও:—

ভৈরব — পর — বাহিয়া আমরা — চলিয়াছি [illegible] — হইতে একে — কত নদী প্রান্তর — পার - আসিয়াছি। পরে — গেল চুনকুড়ি —।

---

www.draminlibrary.com

# বিদ্রোহী কবি

—লুতফুল হায়দার চৌধুরী

যখনই ভোর হয়, বাতাসে মধুর ধ্বনি তুলিয়া মুয়াজ্‌জিনের কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হয়, 'আল্লাহু আকবর'। আর যখন আমাদের বাড়ির পাশে জুঁই-শাখায় ছোট পাখিটি শিস দিয়া উঠে তখন আমার মনে পড়িয়া যায় একটি কবিতার দুইটি চরণ ঃ

"ভোর হলো দোর খোল
খুকুমণি ওঠরে।
ওই ডাকে জুঁই শাখে
ফুল-খুকী ছোটরে!"



www.draminlibrary.com

আমার মত তোমাদেরও অনেকের হয়ত এই কবিতাটি এইরূপ সকাল বেলায় মনে পড়ে। কিন্তু তোমরা হয়ত অনেকে এই কবিতার লেখককে চিন না। তাঁহার নাম কাজী নজরুল ইসলাম।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জিলার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সংসারের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সামান্য জমা-জমির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার পিতাকে সংসারের খরচ চালাইতে হইত। নজরুল বাল্যকালে মক্তবেই শিক্ষকতা করেন। কিন্তু মক্তবের ধরাবাধা জীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সেখান হইতে আসানসোলে পলাইয়া যান। সেখানে সামান্য বেতনে এক রুটির দোকানে রুটি তৈরি এবং বিক্রয়ের কাজ লইলেন। ইহার পর তিনি একজন ভদ্রলোকের সহিত ময়মনসিংহে আসেন। সেখানে তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এইখানে তিনি স্কুল ফাঁকি দিতেন। ময়মনসিংহে এক বৎসর থাকিবার পর তিনি আবার দেশে ফিরিয়া যান। এইবার তিনি হঠাৎ শান্ত-শিষ্ট সুবোধ ছেলে হইয়া গেলেন। পড়াশুনায়ও বেশ মনোযোগ দিলেন। এই সময় গান-বাজনার প্রতিও তিনি

www.draminlibrary.com

বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। ছোটবেলা হইতে তিনি গান-বাজনা ভালবাসিতেন। নিতান্ত ছোটবেলা হইতেই তিনি মন দিয়া ফারসী কবিতা পড়িতেন। নজরুলের এক চাচা ভাল ফারসী জানিতেন ও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। নজরুলও তাঁহার দেখাদেখি লেটোর দলের জন্য গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতে গেলে তখন হইতেই তাঁহার লেখার হাতেখড়ি।

চাচার গানের দলের গান ও নাটক রচনা করিতে করিতে হঠাৎ নজরুলের খেয়াল হইল তিনি নিজেই গানের দল করিবেন। চারিদিক হইতে তাঁহার গানের দলের লোক জুটাইতেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। নিজের দলটিকে শিখাইয়া পড়াইয়া নজরুল নিজের চাচার দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগিলেন। তখন আশে-পাশের গ্রামগুলিতে নজরুলের নাম ছড়াইয়া পড়িল। নজরুলের দলের গান হইবে—শুনিয়া চারিদিক হইতে হাজার হাজার লোক জমা হইত। অনেক সময় আসরে নামিয়া তিনি নিজেই আসর জমাইয়া তুলিতেন। সেই সময় তাঁহার লেখা পল্লীসংগীতগুলি গ্রামের মানুষদের মনে বেশ নেশা লাগাইয়া দিত। সারা রাত জাগিয়া লোকে নজরুলের গান শুনিত।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, ছোটবেলা হইতেই গান রচনার মধ্য দিয়া নজরুলের কবিপ্রতিভা প্রকাশ পায়।

ছোটবেলায় নজরুল সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। স্কুলে একবার 'আমার দেশ' নামে তাঁহাকে একটি রচনা লিখিতে দেওয়া হয়। তিনি রচনা লেখার বদলে 'আমার দেশ' নামে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। পণ্ডিত মহাশয় তাহার এই কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হন। ছোটবেলায় নজরুলের কবিতা রচনার এমন অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

নজরুল যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তিনি যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধ শেষে ফিরিবার পর তাঁহার মন পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। দেশের লোককে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তিনি আগুন-ঝরানো কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

দেশের লোক নজরুলের এই কবিতার সুরে জাগিয়া উঠে। পরাধীনতার শিকল ছিঁড়িয়া নজরুলের কবিতার বাণী কণ্ঠে লইয়া নজরুলের গান গাহিয়া তাহারা স্বাধীন দেশের মুক্ত আলো-বাতাসে জয়ের পথে আগাইয়া চলে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

কবি দীর্ঘ অসুস্থ অবস্থায় কাটান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবিকে ঢাকায় আনা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট আমাদের এই কবি ঢাকার পি, জি, হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহাকে জাতীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

তোমরা খোদার কাছে তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা কর।

**শব্দার্থঃ**—মুয়াজ্জিন—যিনি আজান দেন। স্বাধীন জীবন—মুক্ত জীবন। দৃষ্টান্ত—উদাহরণ। পরাধীনতা—পরের অধীন অবস্থা। অসুস্থ—পীড়িত। নেশা—উন্মাদনা। কেতন—পতাকা।

## অনুশীলনী

১। নজরুল কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?
২। তিনি কোন কোন স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছিলেন?
৩। তাঁহার গান-রচনা কিভাবে আরম্ভ হইয়াছিল?

www.draminlibrary.com

৪। যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার মনের কি অবস্থা হইয়াছিল?

৫। নজরুল কখন এবং কোথায় প্রাণ ত্যাগ করেন?

৬। নিম্নের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :—

প্রশ্ন: (ক) নজরুল পড়াশুনা বেশী করিতে পারেন নাই কেন?

উত্তর: (খ) টাকা-পয়সার অভাবে/পড়াশুনায় মন ছিল না বলিয়া/কবিতা লেখার নেশায়।

প্রশ্ন: (খ) নজরুল গান-বাজনায় মনোযোগ দিলেন কেন?

উত্তর: চাচার দলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য/নূতন নূতন গান লেখার জন্য/গান-বাজনা ভালবাসিতেন বলিয়া।

৭। বাক্য রচনা কর :—
শান্ত-শিষ্ট, পাল্লা, মুগ্ধ।

৮। নজরুলের একটি কবিতা মুখস্থ বল।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# নানা দেশের ছেলে মেয়ে

সকল দেশের বালক বালিকারাই খেলাধুলা ভালবাসে। তাহাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটির মধ্যে মনের যে আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বড়ই ভাল লাগে। তাহাদের মধুর হাসি দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু সকল দেশের বালক-বালিকারা একরকম নয়। শিক্ষার গুণে স্বভাবের বিভিন্নতা হয়।

ইংলণ্ডের ছেলে-মেয়েরা খুব ভদ্র। তাহারা অতি নম্রভাবে কথাবার্তা বলে। কাহাকেও অনর্থক কটু কথা বলে না। শিশুকাল হইতেই তাহারা খেলা-ধুলার মধ্য দিয়া একে অন্যকে ভালবাসিতে শিখে।

www.draminlibrary.com

ইংলণ্ডে পাঁচ হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলেমেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রত্যেক অভিভাবক তাঁহার সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হন। যদি কোনো বালকবালিকা পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়, তবে তাহাকে সংস্কার বিদ্যালয়ে বা শিল্পবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ইংলণ্ডের মত ফরাসী দেশের ছেলেমেয়েরাও খুব নম্র এবং ভদ্র। জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য এই দেশের ছেলেমেয়েরা বিশেষ যত্ন নেয়। ফরাসী দেশে ছয় হইতে তের বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য। তাহারা বিদ্যালয়ে না গেলে তাহাদের অভিভাবকগণকে জরিমানা দিতে হয়।

জাপানের প্রত্যেক ছেলেই জানে যে, বড় হইয়া তাহাকে সৈন্য অথবা জাহাজের নাবিক হইতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাহাদের জাতীয় পতাকা, বন্দুক ইত্যাদি লইয়া যুদ্ধের খেলা খেলিতে ভালবাসে এবং এই খেলার মধ্যেও তাহারা সাহসের পরিচয় দেয়। তাহারা আমাদের দেশের ছেলেদের মতই ঘুড়ি উড়াইতে ভালবাসে। জাপানী মেয়েরা ফুল খুব ভালবাসে। তাই ছোট ছোট ফুলের বাগান প্রায় সকলের বাড়িতে দেখা যায়। জাপানে ব্যবসা-বাণিজ্যের

www.draminlibrary.com

শিক্ষা অল্প বয়স হইতেই দেওয়া হয়। ছেলেমেয়ে ঘরে বসিয়া হাতে নানা প্রকার জিনিস তৈরি করে। আমরা যে সুন্দর জাপানী পুতুল দেখিতে পাই, সেগুলি সাধারণতঃ জাপানের ছেলেমেয়েরা তৈরি করিয়া থাকে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

চীন দেশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করিতে খুব ভালবাসে। গান-বাজনা ও নাট্যাভিনয়ের দিকে তাহাদের বেশ ঝোঁক আছে। চীন দেশের মেয়েদের পা সাধারণত ছোট। পূর্বে শিশুকাল হইতেই তাহাদের পা এমনভাবে আঁটিয়া রাখা হইত যে উহা আর বাড়িতে পারিত না। এখন আর সে রকম করা হয় না। চীন দেশে ছেলে ও মেয়েদের পোশাক প্রায় একই রকম। তাহারা মাতা-পিতা ও গুরুজনদের অত্যন্ত ভক্তি করে। (সংকলিত)

**শব্দার্থঃ**— সংস্কার-বিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিল্প-বিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্নতা—নানারকম অবস্থা। অমনোযোগী—যে মনোযোগ দেয়না। নম্র—বিনীত। নাট্যাভিনয়—নাটকের অভিনয় বা থিয়েটারে অংশ গ্রহণ। গুরুজন—মুরুব্বি।

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। (ক) পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েরা এক রকম নয় কেন ?

(খ) ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের ছেলেমেয়েরা কেমন ?

(গ) জাপানী ও চীনা ছেলেমেয়েদের তুলনা কর।

(ঘ) আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের তোমার কেমন মনে হয় ?

(ঙ) আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সহিত ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা লেখা-পড়া প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে মিল ও অমিল রহিয়াছে ?

২। বাক্য রচনা কর :—

পরিষ্কার, বৎসর, বন্দুক, স্বাধীনতা, সুন্দর।

৩। অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা ভদ্র খুব।

(খ) জাপানী মেয়েরা খুব ফুল ভালবাসে।

(গ) চীন দেশের মেয়েরা ভালবাসে পড়াশুনা করিতে খুব।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# সূক্ষ্ম বিচার

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সুরাট নগরের বাহিরের দরজা

সময়—প্রায় দুপুর।

( অশ্বারোহণে গুজরাটের ছদ্মবেশী সুলতান বাহাদুর শাহ, পিছনে এক খোঁড়া ভিখারী। )

ভিক্ষুক : ( সুলতানের পিছনে যাইতে যাইতে ) পয়সা, একটি পয়সা দিন।

বাহাদুর শাহ : এই নাও পয়সা (ভিক্ষুককে পয়সা দিলেন ) আচ্ছা কাজীর বিচারালয় কোথায় বলতে পার ? আমাকে নিয়ে যাবে ?

ভিক্ষুক : হাঁ। কিন্তু আমি যে খোঁড়া, কিভাবে আপনাকে নিয়ে যাব ?

www.draminlibrary.com

বাহাদুর শাহ ঃ বেশ তুমি ঘোড়ার পিঠে আমার পিছনে বস (ভিক্ষুকের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ) এবার আমাকে পথ দেখাও। (অশ্বপৃষ্ঠে কিছুদূর গমন)।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ভিক্ষুক ঃ এই যে কাজীর বিচারালয়।

বাহাদুর শাহ ঃ তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি এখন নামো। আমি নিজে বিচারালয়ে যেতে পারব।

ভিক্ষুক ঃ ধন্যবাদ আপনাকে, এবার ঘোড়া থেকে নেমে যান, ঘোড়ায় চড়েই আমাকে ঘরে ফিরতে হবে।

বাহাদুর শাহ ঃ তুমি তো আচ্ছা চতুর লোক দেখছি।

তোমাকে দয়া ক'রে ঘোড়ার পিঠে তুলে আনলাম, এই বুঝি তার পুরস্কার? এখন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে যাও।

পথিকবৃন্দ ঃ কি হয়েছে ভাই? কি হয়েছে?

ভিক্ষুক ঃ দেখনা ভাই লোকটা কি জোচ্চোর! শহরের ফটকে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা। তখন বলে, ভাই আমি বড় ক্লান্ত, পথ চলতে অক্ষম, আমাকে তোমার ঘোড়ার পিঠে করে কাজীর বিচারালয়ে পৌঁছে দাও।" আমি বেচারার কষ্ট দেখে দয়া করে তাকে আমার ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।

www.draminlibrary.com

আর এখন সে বলে, এটা আমার ঘোড়া, তুমি ঘোড়া থেকে নেমে যাও।"

বাহাদুর শাহ ঃ সব মিথ্যে কথা। আমি ওকে আমার ঘোড়ার পিঠে ক'রে নিয়ে এসেছি, এখন কি না সে বলে এ ঘোড়া তার।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

একজন পথিক ঃ ঝগড়া ক'রে কি লাভ? এই তো কাজীর বিচারালয়, কাজীর নিকট যাও।

ভিক্ষুক ঃ আমি তাতে রাজী আছি।

বাহাদুর শাহ ঃ আমিও রাজী।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কাজীর বিচারালয়।

সময়—দুপুর

(কাজী বিচারাসনে আসীন ; অন্যান্য কর্মচারিগণ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট।)

ভিক্ষুক ঃ হুজুর, (বাহাদুর শাহকে দেখাইয়া) এই লোকটির সঙ্গে আমার শহরের ফটকে দেখা হয়। সে আমাকে আপনার বিচারালয়ে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করে। আমার ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে এনেছি। এখন সে বলে ঘোড়াটি তার।

www.draminlibrary.com

বাহাদুর শাহ ঃ হুজুর, এই লোকটি যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি এই নগরে বিদেশ থেকে এসেছি। এই খোঁড়া লোকটি নগরের বাইরের দরজার সামনে আমার কাছে একটি পয়সা চায়। আমি তাকে একটি পয়সা দেই। তারপর আপনার বিচারালয়ে তাকে পথ দেখিয়ে আনতে অনুরোধ করি। সে বলল, খোঁড়া কেমন করে পথ দেখিয়ে আনবে? তখন আমি তাকে আমার ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিই। আপনার বিচারালয়ের কাছে এলে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে বলি। সে অস্বীকার করে। বলে, ঘোড়াটি তার।

ভিক্ষুক ঃ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, এই ঘোড়া আমার। ( কাজী ও তাঁহার এক কর্মচারির মধ্যে আলোচনা, ঘোড়াটিসহ কর্মচারির বাহিরে গমন। )

কাজী ঃ তোমরা দুজনে আমার সাথে এস। ( উভয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

কাজী ঃ (ভিক্ষুককে বাহিরে অপেক্ষার নির্দেশ) বিদেশী লোক, এই আমার আস্তাবল; এখানে প্রায় এক-শত ঘোড়া আছে। কোন্‌টি তোমার ঘোড়া দেখিয়ে দিতে পার?

বাহাদুর শাহ ঃ নিশ্চয়ই পারি। এটি আমার ঘোড়া। ( ঘোড়া প্রদর্শন। )।

www.draminlibrary.com

কাজী : এবার তুমি বাইরে যাও। অপর লোকটিকে আসতে বল। (বাহাদুর শাহের প্রস্থান ভিক্ষুকের প্রবেশ।)

কাজী : কোন ঘোড়াটি তোমার; বলতে পার কি?

ভিক্ষুক : নিশ্চয় পারি; হুজুর (ঘোড়া প্রদর্শন)।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাজীর বিচারালয়।

সময়—পরদিন দুপুর বেলা।

(কাজী বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একজন কর্মচারীর প্রবেশ।

কর্মচারী : জাহাঁপনা। সুলতান বাহাদুর শাহ স্বয়ং বিচারালয় পরিদর্শন করতে আসছেন।
(রাজকীয় পোশাকে বাহাদুর শাহের প্রবেশ, কাজী ও অন্যান্য সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তক অবনত করিলেন।)

বাহাদুর শাহ : কাজী সাহেব, গতকাল আপনি একটি লোক ও ভিক্ষুকের বিচার ক'রে দিয়েছেন, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আপনি কিভাবে ঠিক করতে পারলেন যে, ঘোড়াটি বিদেশী লোকের, ভিক্ষুকের নয়?

www.draminlibrary.com

কাজী ঃ জাহাঁপনা। বিদেশী লোক যখন ঘোড়াটির কাছে গেল, তখন ঘোড়াটি আনন্দের ডাক ডেকে উঠল, আর অপর ব্যক্তি যখন গেল ঘোড়াটি তখন তাকে পা দিয়ে আঘাত করেছিল। এর থেকেই বুঝতে পারলাম যে, বিদেশী লোকটিই ঘোড়াটির প্রকৃত মালিক।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

বাহাদুর শাহ ঃ সেই বিদেশীকে আপনি জানতেন কি ?

কাজী ঃ না, জাহাঁপনা।

বাহাদুর শাহ ঃ আমি সেই বিদেশী। অনেক দিন থেকে আপনার বিচারের প্রশংসা শুনে আসছি। তা পরীক্ষা করার জন্য আমি ছদ্মবেশে এই নগরে আসি। আপনার বিচার প্রণালী দেখে আমি বিশেষ খুশী হয়েছি। আপনার মত বিজ্ঞ বিচারক থাকলে আমার প্রজাবৃন্দ শান্তিতে বাস করবে। (সংকলিত ও পরিবর্তিত)

**শব্দার্থ ঃ**— সুরাট—পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত শহর। এক সময় গুজরাটের অন্তর্গত ছিল। খোঁড়া—যাহার কোনো একটি পা আহত হইয়াছে। অশ্বারোহণে—ঘোড়ায় চড়িয়া। প্রদান—দেওয়া। স্বয়ং—নিজে। পরিদর্শন—দেখা। আরোহণ—উপরে উঠা। আসীন—

www.draminlibrary.com

বসা অবস্থায়, উপবিষ্ট। জোচ্চোর—জুয়াচোর, যে লোক অন্যকে ঠকায়। ফটক—তোরণ। পৃষ্ঠে—পিঠে। কথোপকথন—পরস্পর কথাবার্তা। প্রদর্শন—দেখানো। জাহাঁপনা—পৃথিবীর মালিক। সম্রাটকে সম্বোধন করার ভাষা। নির্ণয়—স্থির। প্রণালী—রীতি। বিচারালয়—বিচারের স্থান, আদালত। আস্তাবল—ঘোড়াশাল, যেখানে ঘোড়া রাখা হয়। প্রকৃত—যথার্থ, খাঁটি। বিজ্ঞ—জ্ঞানী। খুশী—সন্তুষ্ট। ক্লান্ত—পরিশ্রান্ত।

## অনুশীলনী

১। সুলতান ও ভিক্ষুকের গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

২। তোমরা কয়েকজনে মিলিয়া নাটিকাটি অভিনয় কর।

৩। এইরূপ বিচারের গল্প আরো জানিলে বল।

৪। কাজীর বিচার তোমার পছন্দ হইয়াছে কি? পছন্দ না হইলে কিরূপ বিচার হইলে ভাল হইত?

৫। বিদেশী লোকটি কে? তিনি ছদ্মবেশে সুরাট নগরে আসিলেন কেন?



www.draminlibrary.com

৬। কাজী সাহেব কিভাবে বুঝিলেন যে, ঘোড়াটি বিদেশীর।

৭। লক্ষ্য কর ( দুইটি আলাদা শব্দ একত্রে মিলিয়া একশব্দ হইয়াছে ) :—
অশ্বারোহণ ( অশ্ব + আরোহণ ), বিচারালয় ( বিচার + আলয় ), বিচারাসন ( বিচার + আসন )।

—০—

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# জ্ঞানীর উপদেশ

—আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

হারুন গরীবের ছেলে। তাহার বাবা গ্রামের বাজারে রুটি তৈরি করে আর মা বাড়ির ঢেঁকিশালে ধান ভানে। রুটি তৈরিতে হারুনের বাবার যেমন সুখ্যাতি, তেমনই ধানভানা এবং গম ভাঙার কাজে তাহার মায়ের বেশ নাম-ডাক। গ্রামের সকলেই তাহার কাজ পছন্দ করে। তাই চাষীরা তাহাদের ফসল উঠিলেই প্রথমে খোঁজ করে হারুনের মাকে। হারুনের মা পয়সার বিনিময়ে তাহাদের ধান ভানিয়া

www.draminlibrary.com

বিপদেও তাহারা লোকমান সাহেবের কাছে যাইয়া হাজির হইল। গ্রামে কল বসায় যাহাদের ঢেঁকিশাল বন্ধ হইয়াছিল তাহারা বলিল, কলই তাহাদের সর্বনাশের মূল। এই কল গ্রাম হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। কেহ বলিল, কলের লোভী মালিক অন্যায়ভাবে দাম বাড়াইয়াছে। তাহাকে আচ্ছা করিয়া জব্দ করিতে হইবে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

লোকমান সাহেব বলিলেন, কলের মালিক তাহার কলে ফসল ভাঙাইবার দাম বাড়াইয়া অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু একজন লোভী লোক এমন সুযোগ পাইলে অন্যায় করিবেই। তাই গ্রামের সকলকে একতাবদ্ধ হইয়া নিজেদের কল বসাইতে হইবে। নিজেরা কল বসাইতে পারিলে তাহাদের শুধু দুর্দশাই ঘুচিবে না, তাহাদের দারিদ্র্যও দূর হইবে।

লোকমান সাহেবের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। তাহারা ভাবিল, ইহা সম্ভব নহে। কি করিয়া তাহারা নিজেদের ফসল ভাঙার কল বসাইবে।

লোকমান সাহেব তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, ইচ্ছা ও উদ্যম থাকিলে পৃথিবীতে কোন কিছুই অসম্ভব থাকে না। প্রায়

www.draminlibrary.com

দুইশত বৎসর আগে ইংলণ্ডেও এই রকম একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে উলিচ ও চ্যাথাম নামক দুইটি জায়গায় গম ও চাউলের কলের মালিকেরা লোকের কাছ হইতে বেশী দাম আদায় করিত। তখন সেখানকার লোকেরা চাঁদা তুলিয়া নিজেদের কল বসাইয়াছিল। এমন কি এই ভাবে তাহারা নিজেদের উদ্দমে রুটি তৈরির কারখানাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

এইবার লোকমান সাহেবের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলের মনে আশা ও উৎসাহ জাগিল। সকলেই বুঝিল, হউক তাহারা গরীব কিন্তু সকলে মিলিয়া এক হইয়া কাজ করিলে একটা কল প্রতিষ্ঠা করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।

লোকমান সাহেবের উপদেশে ফল হইল। হারুন ও তাহার বন্ধুরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া টাকা সংগ্রহ করিল। তাহার পর একদিন শুভক্ষণে গ্রামবাসীদের ফসল ভাঙার কল বসিল।

ইহাতে শুধু আগের সেই কলের লোভী মালিকই জব্দ হইল না, গ্রামের লোকদেরও আর ফসল ভাঙাইবার জন্য বেশী দাম দিতে হইল না। তাহার উপর গ্রামের সকলেই কলের মুনাফার টাকার ন্যায্য ভাগ পাইল। ইহাতে তাহাদের অভাব অনেকটা

www.draminlibrary.com

দূর হইল। হারুন ও তাহার বন্ধুরা আবার স্কুলে ভর্তি হইল। এখন যদি তোমরা হারুনদের গ্রামে যাও, দেখিবে উহা একটি সমৃদ্ধ গ্রাম।

**শব্দার্থ:** সুখ্যাতি—প্রশংসা। ধানভানা—ধান হইতে চাউল বাহির করা। বিনিময়ে—বদলে। পরিশ্রমে—মেহনতে। অবসর—যখন কোনো কাজ না থাকে। মেশিন—কল। উপার্জন—আয়। দরিদ্র—গরীব। বাড়তি—অতিরিক্ত। বাসিন্দা—বসবাসকারী। প্রবীণ—বিজ্ঞ, বহুদর্শী। উপদেশ—সৎ পরামর্শ। সর্বনাশ—ক্ষতি। যন্ত্র—কল। অন্যায়—খারাপ কাজ। দুর্দশা—খারাপ অবস্থা। দারিদ্র্য—অভাব। উপস্থিত—হাজির। উদ্যম—চেষ্টা। প্রতিষ্ঠা—স্থাপন। মুনাফা—লাভ। ন্যায্য—ঠিক। ফলবতী—সফল।

## অনুশীলনী

১। হারুনের মা-বাবা কিভাবে সংসার চালাইত?

২। হারুন কিজন্য লেখাপড়া ছাড়িয়াছিল? কলের লোভী মালিক কি করিয়া গ্রামের লোকদের বিপদে ফেলিয়াছিল? লোকমান সাহেব গ্রামের লোকদের কি উপদেশ দিয়াছিলেন? গ্রামবাসীদের দুঃখ কষ্ট কিভাবে

www.draminlibrary.com

দূর হইল? উলিচ ও চ্যাথামের বাসিন্দারা কিভাবে নিজেদের কষ্ট দূর করিয়াছিল?

৩। সকলে মিলিয়া কাজ করিবার জন্য আমাদের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে সে সম্পর্কে তুমি কি জান? (শিক্ষক সাহেব এইখানে দেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিতে পারেন)।

৪। নীচে দেওয়া শব্দগুলি দিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(ধান, পয়সার, ফসল, সকলেই, প্রথমে, পছন্দ)

গ্রামের—তাহার কাজ—করে। তাই চাষীরা তাহাদের—উঠিলেই—খোঁজ করে হারুনের মাকে। হারুনের মা—বিনিময়ে তাহাদের—ভানিয়া দেয়।

৫। **বাক্য রচনা কর:—**

ধানভানা, প্রবীণ, সংসার, উপার্জন, পরিবার, লোভী, উপদেশ, সেবা, একতা, নির্ভর।

www.draminlibrary.com

# পদ্যাংশ

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# ঝিঙে ফুল

—কাজী নজরুল ইসলাম

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে কুল-
ঝিঙে ফুল ৷৷
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল---
ঝিঙে ফুল।

www.draminlibrary.com

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

পউষের বেলা শেষ
পরি, জাফ্‌রানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
ক'রে তোলে মশ্‌গুল-
ঝিঙে ফুল॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকুরে
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুপুরে।

'প্রজাপতি ডেকে যায়—
বোঁটা ছিঁড়ে চ'লে আয়।
আসমানে তারা চায়—
"চ'লে আয় এ অকুল।
ঝিঙে ফুল॥"
তুমি বল—'আমি হায়
ভালবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথ-ভুল।'
ঝিঙে ফুল॥

শব্দার্থ:—সবুজ পাতার দেশে—সবুজ রঙের অনেক পাতার মধ্যে। ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল—নীলাভ হলদে

www.draminlibrary.com

রঙের ফিঙে পাখির ঝাঁক। গুল্মে—ছোট গাছের ঝাড়। লতিকা—লতা। কর্ণে—কানে। ঢল ঢল স্বর্ণে—গলানো সোনায় ঢল ঢল লাবণ্যে। ঝলমল—দীপ্তি পাওয়া, উজ্জ্বল। হিয়া—হৃদয়, অন্তকরণ। বোঁটা—বৃন্ত (ফুলের বোঁটা)। সাঁঝে—সন্ধ্যাবেলা। পউষের—শীতকালের। জাফরানি—ফিকে হলদে রঙের। মাচান—মাচা, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা তৈরি উচ্চস্থান। মশগুল—বিভোর, আনন্দময়, গুলজার। আলুথালু—শিথিল, এলোমেলো। ঘুমু—ঘুম (আদর অর্থে ব্যবহৃত)। প্রজাপতি—বিচিত্রবর্ণ পতংগবিশেষ। অকুল—যাহার তীর দেখা যায় না, দুস্তর। মাটি-মায়—যে মাটির উপর তাহার বাসা সে মাটিকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে। অলকায়—স্বর্গ পুরীতে। ভাল এই পথ-ভুল—পথ ভুলিয়া এখানে পড়িয়া আছি, ইহাই ভাল।

## অনুশীলনী

১। ঝিঙে ফুলকে কবি কিরূপে কল্পনা করিয়াছেন?

২। ঝিঙে ফুলের গান কিভাবে শোনা যায়?

৩। ঝিঙে ফুলকে কে ডাকে, সে যাইতে চাহে না কেন?

www.draminlibrary.com

৪। ঝিঙে ফুল কোন দেশ মশগুল করে? কখনও কি বেশে?

৫। এই কবিতায় মিলগুলি লক্ষ্য কর। কোন কোন পদে মিল আছে বল।

৬। আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুপুরে—এই কথার কি বুঝা যায়?

৭। ব্যাখ্যা কর:—

(ক) পউষের বেলা শেষ.....

করে তোল মশগুল—ঝিঙে ফুল।

(খ) তুমি বল আমি হায়—ঝিঙে ফুল।

**সারাংশ:** ঝিঙে ফুলকে সবুজ পাতার মধ্যে ফিরোজা রঙের—ফিঙে পাখির মত দেখায়। সে লতার কানে সোনার দুলের মত দুলিতে থাকে। সে যখন শ্যামল লতার কোলে আদুরে মেয়ের মত আলুথালুভাবে ঘুমায়, তখন প্রজাপতি তাহাকে বোঁটা ছিঁড়িয়া চলিয়া আসিতে বলে, আকাশের তারাও তাহাকে আদর করিয়া ডাকে। কিন্তু ঝিঙে ফুল মাটি-মাকে ভালবাসে। মাটি-মাকে ছাড়িয়া সে অলকায় বা স্বর্গপুরীতেও বাস করিতে চায় না।

---

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# শিশুর পণ

গোলাম মোস্তফা

এই করিনু পণ,
মোরা এই করিনু পণ—
ফুলের মত গড়ব মোরা
মোদের এ জীবন।
হাসব মোরা সহজ সুখে,
গন্ধ রবে লুকিয়ে বুকে
মোদের কাছে এলে সবার
জুড়িয়ে যাবে মন।।



www.draminlibrary.com

নদী যেমন দুই কূলে তার
বিলিয়ে চলে জল,
ফুটিয়ে তোলে সবার তরে
শস্য, ফুল ও ফল,
তেমনি ক'রে মোরাও সবে
পরের ভাল করব ভবে
মোদের সেবায় উঠবে হেসে
এই ধরণীতল।
সূর্য যেমন নিখিল ধরায়
করে কিরণ দান,
আঁধার দূরে যায় পালিয়ে,
জাগে পাখির গান।
তেমনি মোদের জ্ঞানের আলো
দূর করিবে সকল কালো
উঠবে জেগে ঘুমিয়ে আছে
যে সব নীরব প্রাণ।

**শব্দার্থ** :—গড়ব—তৈরি করিব। গন্ধ—ঘ্রাণ, সৌরভ। জুড়িয়ে—তৃপ্ত হইয়া। কূলে—তীরে, কিনারায়। শস্য—ফসল। মোরাও—আমরাও। ভবে—পৃথিবীতে, সংসারে। ধরণীতল—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ। নিখিল—ব্রহ্মাণ্ড,

www.draminlibrary.com

সব, সমগ্র। ধরা—পৃথিবী। জ্ঞানের—চেতনার, শিক্ষার। নীরব—নিস্তব্ধ, মৌন, শব্দহীন।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## অনুশীলনী

১। শিশু কি পণ করিল?

২। সে কিভাবে জীবন গড়িতে চায় ও কিভাবে জগতের উপকার করিতে চায়?

৩। যে সমস্ত নীরব প্রাণ ঘুমাইয়া আছে, তাহাদের কিভাবে শিশু জাগাইয়া তুলিবে?

৪। এই কবিতার দান শব্দের সঙ্গে নিম্নের যেসব শব্দের মিল রহিয়াছে সেগুলি নির্দেশ কর এবং প্রত্যেকটি দিয়া একটি করিয়া বাক্য রচনা কর।

জল, গান, আলো, প্রাণ।

৫। নিম্নে উদ্ধৃত চরণগুলি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। চরণগুলি বই না দেখিয়া কবিতার মত করিয়া সাজাও :—

সূর্য যেমন নিখিল ধরায়
জাগে পাখির গান।
আঁধার দূরে পালিয়ে যায়,
করে কিরণ দান।

www.draminlibrary.com

৬। বই না দেখিয়া শূন্যস্থান পূরন কর :—

নদী যেমন দুই—তার

বিলিয়ে—জল

ফুটিয়ে—সবার তরে

শস্য— —ফল।

—০—

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# আজিকার শিশু

বেগম সুফিয়া কামাল

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা,
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
আমরা যখন আকাশের তলে উড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি,
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি,
উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, সব তোমাদের জানা,
আমরা শুনেছি সেখানে রয়েছে জিন, পরী, দেও, দানা।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনী তোমরা শোনাও সবে,
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে?

www.draminlibrary.com

তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার !
শস্যশ্যামলা এই মাটি মা'র অঙ্গ পুষ্ট ক'রে
আনিবে অটুট স্বাস্থ্য সবল দেহ মন ঘরে ঘরে।
তোমাদের গানে কল-কলতানে উছলি' উঠিবে নদী,
সরস করিয়া তৃণ ও তরুরে বহিবে সে নিরবধি !
তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
জগৎ করিবে মধুময় প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতি-ডোর।

**শব্দার্থঃ**— কাহিনী — গল্প। আকাশ-আলোক— বিদ্যুৎ। শ্যামলা—সবুজ। যুগে—সময়ে। মেলা—প্রচুর। গগন—আকাশ। জুড়ি — জুড়িয়া। পাতালপুরী — মাটির নীচে কল্পিত স্থান। অজানা—অজ্ঞাত। অঙ্গ—শরীর। পুষ্ট—নধর, তাজা। কল-কলতানে — কল-কল শব্দ করিয়া। উছলি—উছলাইয়া। অটুট—যাহা নষ্ট হয় না। সবল — শক্তিশালী। তৃণ — ঘাস। তরু — গাছপালা। নিরবধি—সকল সময়। রাঙা ভোর—রঙিন ভোর, সুন্দর সকাল। মধুময়—আনন্দময়। প্রীতি-ডোর—গভীর ভাবের সম্পর্ক, ভালবাসার বন্ধন। জগৎ—পৃথিবী।

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। আগেকার শিশুরা কি করিত? এখনকার শিশুরা কি করে? কাহাদের সুবিধা বেশী?

২। কবির যুগের শিশুদের কাজের সঙ্গে বর্তমান যুগের শিশুদের কাজের তুলনা কর।

৩। ভবিষ্যতে শিশুরা কি কি করিবে?

৪। এ যুগের ছেলেরা কি রকেটে করিয়া চাঁদের দেশে পৌঁছিয়াছে?

৫। নীচের চরণগুলি এলোমেলো করিয়া দেওয়া আছে। এইগুলি ঠিক করিয়া সাজাও:—

আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা,
তোমরা এখন কলের জাহাজ চালাও গগন জুড়ি।
পাতালপুরীর অজানা কাহিনী তোমরা শোনাও সবে,
আমরা যখন আকাশের তলে উড়ায়েছি শুধু ঘুড়ি,
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে?

৬। বাক্য রচনা কর:—

গগন, পাতালপুরী, অটুট, সবল, সরস, নিরবধি।

www.draminlibrary.com

# গাধার কান

রোকনুজ্জামান খান

একটা দড়ির দু'দিক থেকে টানছে দু'দল ছেলে,
তাই না দেখে বনের বানর লাফায় খেলা ফেলে।
সকল বানর ফন্দি আঁটে জবর মজার খেলা।
এমন খেলা খেলে মোরা কাটিয়ে দেব বেলা।
কিন্তু দড়ি মিলবে কোথায় ঘাবড়ে গেল মাথা,
পালের সেরা বানর বলে, মগজ তোদের যা-তা।
নেইকো দড়ি ? ব'য়েই গেল ভাবিস মিছে হাবা,
লেজে লেজে ধরব টেনে হবে দড়ির বাবা।
যেই না বলা দু'দল বানর দু'দিক থেকে ব'সে
একের লেজটি ধরল টেনে জোরসে চেপে-কষে।

www.draminlibrary.com

বনের গাধা দাঁড়ায় মাঝে উঁচিয়ে দু'টি কান,
বলে "আমার দু'দিক থেকে কান ধ'রে দে টান।
কান ধ'রে মোর মাথা নিবি আপন দলে টেনে,
জিতবি তবে এই খেলাতে রাখিস সবাই জেনে।"
অমনি দু'দল হেঁইও টানে; গাধার বিপদ ভারি,
কান ছিঁড়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ল সারি সারি।
সাঙ্গ হলো দড়ির খেলা বানররা সব হাসে,
কান হারিয়ে গাধা শুধুই চোখের জলে ভাসে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

**শব্দার্থ:**—ফন্দি — কৌশল। মজার — কৌতুককর। মগজ — (এখানে) বুদ্ধি। হাবা — বোকা। সাঙ্গ—শেষ, সমাপ্ত।

## অনুশীলনী

১। (ক) দুই দল ছেলে কি করিতেছিল?
(খ) তাহা দেখিয়া বানরেরা কি করিল?
(গ) গাধা বিপদে পড়িল কেন?
(ঘ) তাহার কি বোকামি হইল?

www.draminlibrary.com

২। শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া পড় :—

বনের—দাঁড়ায় মাঝে—দু'টি কান,
বলে, "আমার—থেকে কান ধ'রে দে—!
কান ধ'রে মোর—নিবি আপন—টেনে।
—তবে এই খেলাতে—সবাই জেনে।"

৩। নীচের শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর :—

কন্দি, মগজ, জোরসে, সেরা।

৪। 'খেলা'র সঙ্গে কোন কোন শব্দের মিল রহিয়াছে :—

বেলা, মেলা, দোলে, হেলা, ছেলে, ফেলা।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

# আসমানী

জসীম উদ্‌দীন

আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও,
রহিমুদ্দির ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা—ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হাওয়া দিলেই ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে আসমানীরা থাকে বছর ভরে।
পেটটি ভ'রে পায়না খেতে বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দিছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।
মিষ্টি তাহার মুখটি হ'তে হাসির প্রদীপ-রাশি
থাপড়েতে নিবিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।

www.draminlibrary.com

পরনে তার শতেক তালির শতেক ছেঁড়া বাস,
সোনালী তার গা'র বরণের করছে উপবাস।
ভোমর কালা চোখ দু'টিতে নাই কৌতুক হাসি,
সেখান দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু রাশি রাশি।
বাঁশির মত সুরটি গলায়, ক্ষয় হয় তাই কেঁদে,
হয় নি সুযোগ লয় যে সে সুর গানের সুরে বেঁধে।
আসমানীদের বাড়ির ধারে পদ্মপুকুর ভ'রে
ব্যাঙের ছানা, শেওলা-পানা কিল বিল বিল করে।
ম্যালেরিয়ার মশক সেথা বিষ গুলিছে জলে,
সেই জলেতে রান্না খাওয়া আসমানীদের চলে।
পেটটি তার দুলছে পিলেয়, নিতুই যে জ্বর তার,
বৈদ্য ডেকে ঔষধ করে পয়সা নাহি আর।

শব্দার্থ :—থাপড়েতে—চড়ে। প্রদীপ—বাতি, দীপ, যাহাতে তেল সলিতা দিয়া আলো জ্বালা হয়। বাস—পরিচ্ছদ, কাপড়। গুলিছে—মিশাইতেছে। উপহাস—ঠাট্টা, বিদ্রূপ। অশ্রু—চোখের জল। রাশি—অনেক।

## অনুশীলনী

১। আসমানী কে ছিল? আসমানীদের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

২। আসমানীর শরীর কি জন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল?

www.draminlibrary.com

৩। ব্যাখ্যা কর:—

"ম্যালেরিয়ার মশক......আর।"

৪। তোমাদের গ্রামে আসমানীর মত নিশ্চয় অনেক মেয়ে আছে। তাহাদের জীবন কিভাবে কাটে লিখ।

৫। অর্থ বল:—

মিষ্টি, নড়বড়, অনাহারে, দারুণ, বরষের।

৬। বাক্য রচনা কর:—প্রদীপ-রাশি, কৌতুক-হাসি, রাশি-রাশি।

---

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

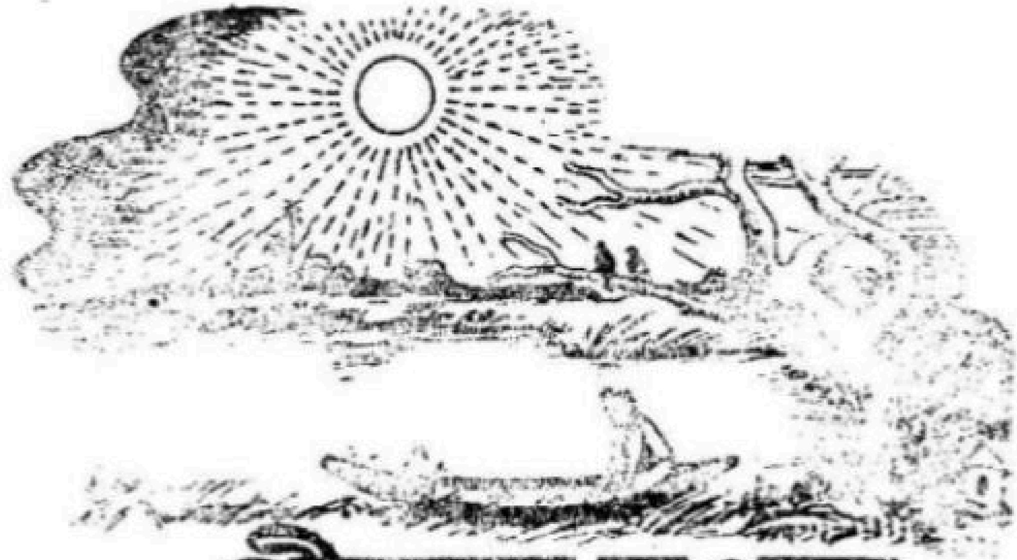

# গ্রীষ্মের দুপুরে

ফজলুর রহমান

ঘাম ঝরে
দর দর
গ্রীষ্মের দুপুরে।
খাল-বিল
চৌ-চির
জল নেই পুকুরে।
মাঠে-ঘাটে
লোক নেই
খাঁ খাঁ রোদ্দুর।

www.draminlibrary.com

পিপাসায়
    পথিকের
    ছাতি কাঁপে দুদ্দুর।

রোদ যেন
    নয় শুধু
    গন্‌গনে ফুলকি।

আগুনের
    ঘোড়া যেন
    ছুটে চলে দুলকি।

ঝাঁজ-মাখা
হাওয়া এসে
    ডালে দেয় ঝাপ্‌টা।

পাতা নড়ে
    ফুল পড়ে
    বাপ্‌রে কি দাপ্‌টা।

বিল-ধারে
    চিল বসে
    ঘন ঘন ডাকে রে,

মাঝি ব'সে
    ঢুল খায়
    খেয়াঘাট বাঁকে রে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থ:**—গ্রীষ্মের—গরম কালের। চৌ-চির—ফাটিয়া খান খান হইয়া যাওয়া। পিপাসা—তৃষ্ণা, পানি খাইবার ইচ্ছা। পথিক—যে পথ চলে, কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথে রহিয়াছে এমন। ছাতি—বুক। দুদ্দুর—দুরুদুরু। ঝনুগনে—উত্তপ্ত। ফুল্‌কি—স্ফুলিঙ্গ। দুলকি—চলার ছন্দ। ঝাপ্‌টা—ধাক্কা। ঘন ঘন—বার বার। দাপ্‌টা—দাপট, প্রতাপ। ঢুল—দোলন, ঘুমের ঘোর।

## অনুশীলনী

১। গ্রীষ্মকালে মাঠ-ঘাটের অবস্থা কেমন হয়?

২। গ্রীষ্মের দুপুরকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে বল?

৩। গ্রীষ্মকালে পথিকের কি অবস্থা হয়?

৪। গ্রীষ্মকাল তোমার কেমন লাগে?

৫। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৬। অর্থ বল ও বাক্য রচনা কর:—
মাঠে-ঘাটে, খাল-বিল, বিল ধারে।

---

www.draminlibrary.com

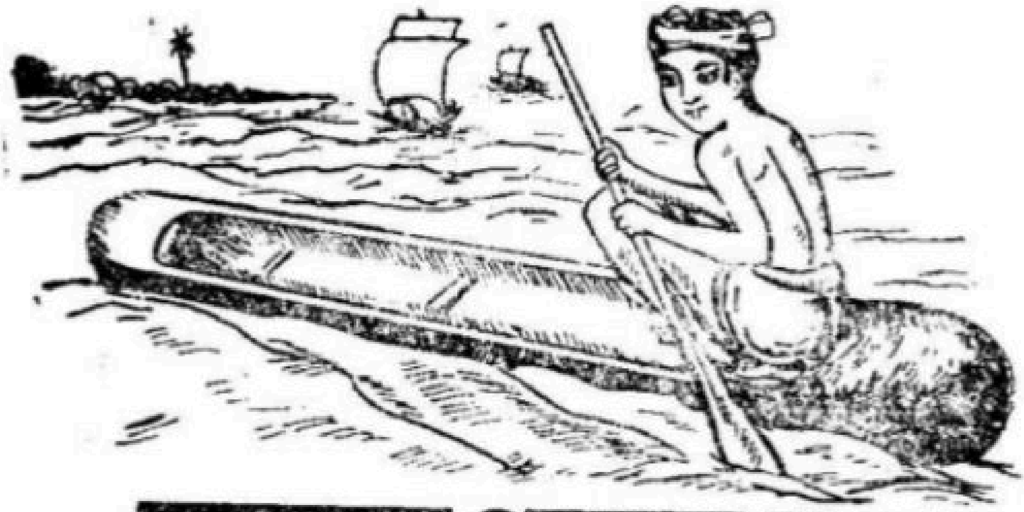

# মেঘনা পারের ছেলে

আহসান হাবীব

আমি মেঘনা পারের ছেলে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।
মেঘনা নদীর ঢেউয়ের বুকে
তালের নৌকা বেয়ে
আমি বেড়াই হেসে-খেলে।
আমি মেঘনা পারের ছেলে ।।
মেঘনা নদীর নেয়ে আমি, মেঘনা-পারে বাড়ি,
ইচ্ছে হ'লেই এপার থেকে ওপারে দেই পাড়ি ॥
তালে তালে তালের নৌকা দু হাতে যাই বেয়ে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে ।।



www.draminlibrary.com

পাহাড় সমান ঢেউয়ের বুকে নৌকা আমার ভাসে,
মেঘ-মুলুকের পাহাড় থেকে ঝড়ের ঝাপটা আসে।
আমার মাথার উপর মুচকি হাসে বিজলি নামের মেয়ে
আমি মেঘনা নদীর নেয়ে।।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUIBUL HOQUE

**শব্দার্থ**ঃ— মেঘনা পারে — মেঘনা নদীর তীরে। নেয়ে — যে নৌকা চালায়। তালের নৌকা — তালগাছ দ্বারা যে নৌকা তৈরি করা হয়। পাড়ি—নদীর একপার হইতে অন্যপারে যাওয়া। মেঘমুলুক — মেঘের রাজ্য। ঝাপটা — ধাক্কা। বিজলি নামের মেয়ে — ছোট ছেলেটি নদীতে নৌকা চালাইতেছে, মাথার উপর বিজলি চমকাইতেছে, সে কল্পনা করিতেছে—বিজলি একটি ছোট মেয়ের রূপ ধরিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

## অনুশীলনী

১। কবি নিজেকে কিভাবে কল্পনা করিয়াছেন ?

২। তোমার 'নেয়ে' হইবার ইচ্ছা করে কি ?

৩। কবিতাটির কোন কোন লাইন ভাল লাগিল, বল।

www.draminlibrary.com

৪। কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিখ।

৫। কবিতাটি মুখস্থ বল।

৬। বাক্য রচনা কর।

হেসে-খেলে, তালে তালে, মেঘ-মুলুকের।

৭। ব্যাখ্যা কর :—

'আমার মাথার—নামের মেয়ে।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# সফদার ডাক্তার

হোসনে আরা

সফদার ডাক্‌তার মাথাভরা টাক তার
ক্ষিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে,
চেয়ারেতে রাত দিন, ব'সে গণে দুই তিন
পড়ে বই আলোটারে নিবিয়ে।
ইয়া বড় গোঁফ তার, নাই যার জুড়িদার
শুলে তার ভুঁড়ি ঠেকে আকাশে,
নুন দিয়ে খায় পান, সারাক্ষণ গায় গান
বুদ্ধিতে অতি বড় পাকা সে।

www.draminlibrary.com

রোগী এলে ঘরে তার, খুশীতে সে চার বার
করে দেয় ডন আর কুস্তি,
তারপর রোগীটারে গোটা দুই চাঁটি মারে,
যেন তার সাথে কত দুস্তি।
ম্যালেরিয়া হ'লে কারো নাহি আর নিসতার
ধরে তারে কেঁচো দ্যায় গিলিয়ে;
আমাশয় হ'লে পরে দুই হাতে কান ধ'রে
পেটটারে ঠিক করে কিলিয়ে।
কলেরার রোগী এলে, দুপুরের রোদে ফেলে
দেয় তারে কুইনিন খাইয়ে।
তারপরে দুই টিন পচা জলে তারপিন
ঢেলে তারে দেয় শুধু নাইয়ে।
ডাকতার সফদার নাম-ডাক খুব তার
নামে গাঁও থরথরি কম্প
নাম শুনে রোগী সব' ক'রে জোরে কলরব
পিট টান দিয়ে দেয় লম্ফ।
একদিন সককাল' ঘটলো কি জনজাল
ডাকতারে ধরে এসে পুলিসে
হাতকড়া দিয়ে হাতে নিয়ে যায় থানাতে
তারিখটা আষাঢ়ের উনিশে।

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থঃ**—ডাক্‌তার—ডাক্তার। (কবিতায় ডাক্‌তার লেখা হইয়াছে) ক্ষিধে—খাওয়ার ইচ্ছা। সারাক্ষণ—সর্বক্ষণ, সকল সময়। বুদ্ধিতে—চাতুর্যে। দুস্‌তি—বন্ধুত্ব। নিস্‌তার—নিস্তার, রক্ষা। নাইয়ে—গোসল করাইয়া। থরথরি কম্প—ভয়ে অস্থির। কলরব—শোরগোল। কম্প—কাঁপুনি। লম্ফ—লাফ। সক্‌কাল—ভোর, সকাল। জনজাল—ঝামেলা। জুড়িদার—সমান। চাঁটি—চড়। পিটটান—পলায়ন, চম্পট।

## অনুশীলনী

১। সফদার ডাক্তারের বর্ণনা দাও।

২। রোগী আসিলে সফদার ডাক্তার কি করিতেন?

৩। ম্যালেরিয়া রোগীর তিনি কিভাবে চিকিৎসা করিতেন?

৪। আমাশয় রোগীকে তিনি কি করিতেন?

৫। কলেরা রোগীকে ডাক্তার কি ঔষধ দিতেন?

৬। সফদার ডাক্তারকে পুলিসে ধরিল কেন?

৭। সফদার ডাক্তারকে তুমি চেন কি?

৮। তোমাদের গ্রামের বা পাড়ার কোন ডাক্তারের সঙ্গে সফদার ডাক্তারের মিল আছে কি?

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

৯। পদ পূর্ণ করিয়া পড়িয়া যাও :—

ম্যালেরিয়া হ'লে কারো — — —
ধরে তারে—গিলিয়ে ;
—দুই হাতে কান ধ'রে
—ঠিক করে কিলিয়ে।

১০। নীচের বাম পাশের পদগুলির অর্থ ডানপাশে এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। গুছাইয়া ঠিক কর :

| | |
|---|---|
| দুসুতি, নাইয়ে, লম্ফ, রোগী গোঁফ। | মোচ, লাফ, অসুস্থ লোক, বন্ধুত্ব, গোসল করাইয়া। |

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# ফালগুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণু বনে মর্মরে দক্ষিণ বায়।
স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জোছনার ঝিকিমিকি বালুকার চরে,

www.draminlibrary.com

নৌকা ডাঙায় বাঁধা, কাণ্ডারী জাগে,
পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততা লাগে।
খেয়াঘাটে উঠে গান অশ্বথ তলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি আনমনে চলে।
ধায়-সে বংশীরব বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায়।
দূরে কোনো শয্যায় একা কোনো ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনি ভাবে চোখ মেলে।
যেন কোন যাত্রী সে রাত্রি অগাধ,
জোছনা-সমুদ্রের তরী যেন চাঁদ।
চ'লে যায় চাঁদে চ'ড়ে সারা রাত উড়ি
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে, ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়, পাখি জাগে বনে,
চাঁদের তরণী ঠেকে ধরণীর কোণে।

**শব্দার্থঃ**—কাঞ্চনফুল—কনক চাঁপা। আম্রমুকুল—আমের মুকুল বা বোল। বেণুবনে—বাঁশঝাড়ে। গুঞ্জরি—গুনগুন করিয়া। কাণ্ডারী—কর্ণধার, মাঝি। পান্থ—পথিক। প্রান্তর—মাঠ।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

## অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কিসের বর্ণনা করা হইয়াছে? এই মাসে কোন ঋতু থাকে? এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য কি? রাত কাটিলে কিরূপ হয়?

২। কাঞ্চনফুল, আম্র মুকুল, দক্ষিণবায় ও জোছনা, এই চারিটি শব্দের সাহায্যে বসন্ত ঋতুর একটি সুন্দর বর্ণনা দাও।

৩। পার্থক্য নির্ণয় কর:—

গায়, গাঁয়। কোণ, কোন। ধ্বনি, ধনী। ডালে, ঢালে। সারা, সাড়া। শয্যা, সজ্জা।

৪। নীচে দেওয়া শব্দগুলি হইতে ঠিক শব্দগুলি বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) মৌমাছি—।

(খ) নদী-জলের—।

(গ) বেণুবনের—।

(ঘ) জোছনার—।

(ঝিকিমিকি, ঝিলিমিলি, মর্মর, গুঞ্জরণ)

৫। কোনো কোনো পদের জায়গা বদল করিয়া নীচের বাক্যগুলি ঠিক কর।

(ক) শীতকালে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয় আর উত্তরের বায়ু বহে বসন্তকালে।

www.draminlibrary.com

(খ) অন্ধকারে বালুচর ঝিকমিক করে আর জোছনায় উহা ছমছম করে।

(গ) চাঁদ-সমুদ্রের জোছনা যেন তরী।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# একটু খানি

আবুল হোসেন মিয়া

একটু খানি স্নেহের কথা, একটু ভালবাসা
গড়তে পারে এই দুনিয়ায় শান্তি সুখের বাসা।
একটু খানি অনাদর আর একটু অবহেলা
ঘুচিয়ে দিতে পারে মোদের সকল লীলা-খেলা।

www.draminlibrary.com

একটুখানি ভুলের তরে অনেক বিপদ ঘটে,
ভুল করেছে যারা, সবাই ভুক্তভোগী বটে।
একটুখানি বিষের ছোঁয়া মরণ ডেকে আনে
এই দুনিয়ায় ভুক্তভোগী সকল মানুষ জানে।
একটুখানি ছোট শিশুর একটু মুখের হাসি
মায়ের মনে, সবার প্রাণে বাজায় সুখের বাঁশি।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

**শব্দার্থঃ**-স্নেহের—আদরের। কথা—উক্তি, বাণী ; গড়তে—গড়িতে, তৈয়ার করিতে। অনাদর—অবহেলা ; ঘুচিয়ে — দূর করিয়া, ঘুচাইয়া। মোদের —আমাদের (কবিতায় 'মোদের' ব্যবহার করা হয়) লীলা-খেলা—কার্যকলাপ। তরে — জন্য। বিপদ — সংকট, দুর্দশা ; ছোঁয়া — স্পর্শ। প্রাণে—জীবনে, চিত্তে, মনে। বাজায়—সুর সৃষ্টি করে। সুখের বাঁশী—আনন্দের বাঁশী।

## অনুশীলনী

১। পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ গড়িয়া তোলার জন্য কি কি দরকার ?

২। অনাদর আর অবহেলা আমাদের জীবনের কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে ?

www.draminlibrary.com

৩। জীবনে ভুল করিলে কি হয়? কবি এই বিষয়ে তোমাদের কি উপদেশ দিয়াছেন?

৪। ছোট শিশুর মুখের হাসি পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিতে পারে?

৫। নিম্নের শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর:—
সুখের বাসা, লীলাখেলা, বিষের ছোঁয়া, মুখের হাসি।

৬। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় বল।

---

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

# ষোল আনাই মিছে

[ এক শিক্ষিত বাবু এক মূর্খ মাঝির নৌকায় চলিয়াছেন ]

বাবু ঃ ওরে মাঝি! দিন-রাত্রি চলিস ফিরিস বোটে,
বলতে পারিস সূয্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে
আচ্ছা বোকা! ফ্যালফ্যালিয়ে হাসে।

মাঝি ঃ হি—হি—হি—
ও সব কি আর জানি।

www.draminlibrary.com

বাবু ঃ ওরে বোকা! সারা জনম মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।

মাঝি ঃ আজ্ঞে,
ও সব কি আর আছে মোদের ভাগ্যে।

বাবু ঃ আচ্ছা মাঝি, বল্‌তো দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় থেকে নেমে?
বল্‌তো কেন লবণ-গোরা সাগর-ভরা পানি?

মাঝি ঃ আরে মশাই, অত কি আর জানি?

বাবু ঃ এই বয়সে জানিসনেও তা কি?
জীবনটা তোর নেহাত খেলো অষ্ট আনাই ফাঁকি।

মাঝি ঃ আজ্ঞে,
ও সব কি আর হবে মোদের ভাগ্যে!

বাবু ঃ বল্‌তো, ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?
বল্‌তো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহন লাগে কেন?

মাঝি ঃ আরে বাবু, আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন হেন?

বাবু ঃ বলব কি আর বলব তোরে কি তা,'
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।

www.draminlibrary.com

(হঠাৎ আকাশে ঝড় উঠিল। নৌকা দুলিতে লাগিল।)

মাঝি ঃ সামাল! সামাল! ঝড় উঠেছে,
নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।

বাবু ঃ এ কি আপদ ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?

মাঝি ঃ সাঁতার জানো বাবু?

বাবু ঃ না রে মাঝি না।

মাঝি ঃ বা রে বাবু বা।
এখন কেন কাবু
বাঁচলে এবার আমার কথা হিস্যাব ক'রো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।

[ইহা একটি গল্পমূলক কবিতা। কবিতাটি মঞ্চ ও মূক অভিনয়ের উপযোগী। মাত্র দুইটি চরিত্রের প্রয়োজন হইবে অভিনয়ের জন্য। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ স্কুলের যে কোনো অনুষ্ঠানে কবিতাটি মঞ্চ বা আবৃত্তির মাধ্যমে অভিনয় করাইবেন।]



www.draminlibrary.com

**শব্দার্থ :**—বোটে—ইংরাজী শব্দ ( Boat ), নৌকায়। "চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে"—পূর্ণিমায় চাঁদ পূর্ণ হয়, অমাবস্যায় চাঁদ দেখা যায় না। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় জোয়ার প্রবল আকার ধারণ করে। ফ্যালফ্যালিয়ে-বোকার মত। সারা জনম—সারা জীবন। মাটি—(এখানে) নষ্ট। ধারা—স্রোত। লবণ-পোরা সাগর-ভরা পানি—সাগরের পানি লবনাক্ত। খেলো—হাস্যকর। সামাল—সাবধান। কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো'—আকাশের নিজের কোনো রং নাই; বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ইত্যাদির উপর সূর্যের আলো পড়িয়া আকাশ নীলবর্ণ দেখা যায়। "সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন"—চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্যকে আড়াল করে তখন সূর্যগ্রহণ হয়।

যখন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে, তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। আপদ-বিপদ—দুঃখ। কাবু—কাহিল। পিছে—পরে। দেছেন—দিয়াছেন।

## অনুশীলনী

১। বাবু মাঝিকে কি প্রশ্ন করিলেন?

২। মাঝি কি জবাব দিল?

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

৩। বাবু মাঝিকে দ্বিতীয়বার কি প্রশ্ন করিলেন? মাঝি উত্তরে কি বলিল?

৪। বাবুর তৃতীয় প্রশ্ন কি ছিল? মাঝি তাহার কি উত্তর দিল?

৫। মাঝি বাবুকে সর্বশেষ কি বলিয়াছিল এবং কেন বলিয়াছিল?

৬। কবিতাটির সারমর্ম বল।

৭। ব্যাখ্যা কর:

"তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

# ময়নামতির চর

বন্দে আলী মিয়া

গঙ্গার জল সরিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর,
গাঙ শালিকেরা গর্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।
গহীন নদীর এই পাড় দিয়া আঁখি যায় যত দূরে,
আকাশে মেঘ অতিথি যেন গো তার আঙিনা জুড়ে।
মাছরাঙা পাখি একমনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি,
ঝাড়িতেছে ডানা বন্য হংস পালক যেতেছে খসি।
তট হ'তে দূরে হাঁটু জলে নামি এক পায়ে করি ভর,
মৎস্যের ধ্যানে বক দু'টি-চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।

www.draminlibrary.com

পাখনা মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতর পাখি,
বারে বারে দু'টি ড়ানা ঝাপটিয়া ধুলা-বালি লয় মাখি।
বিরহিনী চখী চখারে পাইয়া কত কি কথা যে কয়,
গাঙচিল শুধু উড়িয়া বেড়ায় সকল পদ্মাময়।
ডুবানো নায়ের গলুয়ে'র পর শুয়ে শুয়ে কাঁচা রোদে
ধাড়ি কচ্ছপ, শিশু জলসাপ আলসে নয়ন মোদে।
বুনো ঝাউগাছে টিটি্ভ পাখি বেঁধেছে পাতার বাসা।
বাবলার ডালে ঘুঘু দম্পতি জানাইছে ভালবাসা।
ভোর না হ'তেই ডাহুক ডাহুকি করিতেছে জলকেলি,
জলভরা ক্ষেতে খুজিছে শামুক পানকৌড়ি সারা বেলি।
কাঁচা বালুতটে চরণচিহ্ন রেখে গেছে খঞ্জনা,
পুচ্ছ নাচায় সুঁইজের পাখি চাহি একা আনমনা।
ফড়িং খুঁজিতেছে শালিকের ঝাঁক করিতেছে কলরব,
লক্ষ হাজার বালিয়া হাঁসের দিলভরা উৎসব।

শব্দার্থ —বরষার—বর্ষার। গহীন—গভীর। অতিথি — মেহমান। আঙ্গিনা — উঠান। কঞ্চি — বাঁশের সরু শাখা। পালক — পাখা। খসি — খসিয়া। মৎস্যের — মাছের। ঋষিবর — সাধক। বিরহিণী — যে প্রিয়জনের অভাবে কষ্ট বোধ করে। নয়ন—চোখে। মোঁদে—বন্ধ করে। দম্পতি—স্বামী ও স্ত্রী। জলকেলি—জল লইয়া খেলা করা। বেলি—বেলা। বালুতট—নদী বা সাগরের বালুময় তীর।

www.draminlibrary.com

চরণচিহ্ন — পায়ের চিহ্ন। খঞ্জনা — এক প্রকার পাখি। কলরব — বহুজনের মিলিত শব্দ, কাকলি। দিলভরা— প্রাণভরা।

**দ্রষ্টব্যঃ**—চখা, চখী, সুঁইজ, টিট্রিভ, খঞ্জনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পাখির নাম।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## অনুশীলনী

১। ময়নামতীর চরের একটি বর্ণনা দাও।

২। ময়নামতীর চরে কত রকম পাখি দেখা যায়।

৩। ময়নামতীর চরে আর কি কি আছে?

৪। বানান লিখ:—

কঞ্চি, ঋষি, পদ্মা, দম্পতি, চরণচিহ্ন, খঞ্জনা।

৫। বই না দেখিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) "ভোর না—ডাহুক—করিতেছে—
জলভরা—খুঁজিছে—পানকৌড়ি—বেলি।"

(খ) মাছরাঙা পাখি—চেয়ে কঞ্চিতে—বসি,
ঝাড়িতেছে—বন্য হংস—যেতেছে খসি।

---

www.draminlibrary.com

# হবুচন্দ্রের আইন

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

হবুচন্দ্র রাজা বলেন গবুচন্দ্রে ডেকে
আইন জারি করে দিও রাজ্যেতে আজ থেকে :
কাঁদতে কেহ পারবে নাক যতই মরুক শোকে,
হাসবে আমার যতেক প্রজা হাসবে যত লোকে ।
সান্ত্রী-সেপাই পেয়াদা-পাইক ঘুরবে ছদ্মবেশে,
কাঁদলে কেহ, আনবে বেঁধে ; শাস্তি হবে শেষে ।

বলে গবু---হুজুর,

ভয় যদি কেউ পায় কখনো, দৈত্য-দানা, জুজুর
কিংবা যদি পিছলে প'ড়ে মুণ্ডু ফাটায় কেহ,
গাড়ির তলায় যদি কারুর থেঁতলিয়ে যায় দেহ,

www.draminlibrary.com

কিংবা যদি কোনো প্রজার কান দু'টি যায় কাটা,
কিংবা যদি পড়ে কারুর পিঠের উপর ঝাঁটা,
সত্যিকারের বিপন্ন হয় যদি,
তবুও কি সবাই তারা হাসবে নিরবধি?

রাজা বলে---গবু
আমার আইন সকল প্রজার মানতে হবে তবু।
কাঁদতে কেহ পারবে না আর, পুরুষ কিংবা মেয়ে।
যতই শোকের কারণ ঘটুক হাসতে হবে তবু,
আদেশ দিলেন রাজাধিরাজ হবু
রাজার আদেশ কেউ যদি যায় ভুলে,
চড়তে হবে শূলে।

সেদিন হ'তে হবুর দেশে উল্টে গেল রীতি
অট্টহাসির হট্টগোলে জাগলো তুফান নিতি
পেয়াদা-পাইক ছদ্মবেশে হন্দ অবিরত,
কান্না কারো শুনতে না পায়, হ'াপায় রীতিমত।

আস্তাবলে সহিস হাসে, আস্তাকু'ড়ে মেথর,
হাসছে যত মুমূর্ষু'রা হাসপাতালের ভেতর
পাঠশালাতে ছাত্রদলে বেত্র খেয়ে হাসে
কান্না ভুলে শিশুর দল হাসছে অনায়াসে।
রাজা হবু বলেন আবার গবুচন্দ্রে ডাকি;
আমার আইন মেনে সবাই আমায় দিল ফ'াকি।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

রাজ্যে আমার কাঁদাকাটা সবাই গেল ভুলে,
এমন একটা লোক পেলাম না চড়াই যারে শূলে।

নিয়ম আমার কড়া,
প্রতিদিনই একটি লোকের শূলেতে চাই চড়া।
যা'হোক আজি সাঁঝের আগে শূলে দেবার তরে,
যে ক'রে হোক একটি মানুষ আনতে হবে ধ'রে
গবুচন্দ্র বললে হেসে চেয়ে রাজার মুখে,
কাঁদতে পারে এমন মানুষ নাই যে এ মুলুকে !

আমি না হয় নিজেই কেঁদে আইন ভেঙ্গে তবে,
চড়ব শূলে, মহারাজের নিয়ম রক্ষা হবে।
কিন্তু একি ? আমিও যে কাঁদতে গেছি ভুলে।
কেমন করে চড়ব তবে শূলে।

রাজা বলে, তোমার মত মূর্খ দেখি না যে,
কাঁদতে তুমি ভুলে গেলে এ ক'দিনের মাঝে ?
এই দ্যাখো না কাঁদে কেমন ক'রে

এই বলিয়া হবু রাজা কেঁদে ফেল্লেন জোরে,
মন্ত্রী গবু বললে তখন-এবার তবে রাজা,
নিজের আইন পালন করুন, গ্রহণ করুন সাজা।

বললেন রাজা—আমার হুকুম নড়বে না একচুল
আমার সাজা আমিই নেব, তৈরী কর শূল।

—০—

www.draminlibrary.com

[ মূক অভিনয়ের জন্য এই কবিতাটি উপযোগী। পর্দার আড়াল হইতে একজন কবিতাটি আবৃত্তি করিতে থাকিবে, আর মঞ্চে হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র ও রাজ্যের অন্যান্য লোকেরা মূক অভিনয় করিবে। ]

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

**শব্দার্থঃ** জারি—প্রচার। শোকে—দুঃখে। সান্ত্রী—সেপাই, সৈনিক, প্রহরী। ছদ্মবেশে — নকল পোশাকে। মুণ্ডু — মাথা। বিপন্ন — বিপদগ্রস্ত। দৈত্য-দানা — রূপ-কথায় বর্ণিত-রাক্ষস, দানব ইত্যাদি। নিরবধি — সর্বদা, সকল সময়। রাজাধিরাজ — সম্রাট। রীতি — নিয়ম। হট্টগোল — গোলমাল। নিতি — রোজ রোজ। হদ্দ — হয়রান। মুমূর্ষু—মরণাপন্ন, মর-মর অবস্থা। আস্তাবল—যেখানে ঘোড়া রাখা হয়। সহিস — ঘোড়ার চালক। অনায়াসে — বিনাকষ্টে। বেত্র — বেত। মুলুকে—রাজ্যে। মূর্খ—বোকা। সাজা—শাস্তি।

## অনুশীলনী

১। কবিতার গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বল।

২। রাজা হবুচন্দ্রকে মন্ত্রী গবুচন্দ্র কি বলিলেন। তাহাতে কি ফল হইল?

৩। রাজা নিজের আইনে কিভাবে শাস্তি পাইলেন?

www.draminlibrary.com

৪। হবুচন্দ্রের রাজ্যে লোক কাঁদিতে ভুলিয়া গেল কেন ?

৫। "নিজের আইন পালন করুন, গ্রহণ করুন, সাজা"—ইহা কে কখন এবং কেন বলিয়াছিল :—

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

৬। বামদিকের একটি ও ডানদিকের একটি শব্দ লইয়া জোড়া-শব্দ তৈরি কর।

| | |
|---|---|
| রাজা, কান্না, সুখ, পাইক, সান্ত্রী। | সিপাই, দুঃখ, পেয়াদা, প্রজা, দাসি। |

৭। বিপরীত শব্দ বল :—
হাসবে, পুরুষ, শোকের, আইন, মুর্খ, শাস্তি।

৮। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

www.draminlibrary.com

# ফিরে এলো ঈদ

হাবিবুর রহমান

বাঁকা চাঁদ হাসি ঠোঁটে
  ফিরে এলো ঈদ,
ভোর হ'তে শাহীনের
  ভেঙে গেল নিদ।
দিকে দিকে অফুরান,
  হাসি খুশী প্রীতিগান,
প্রাণে প্রাণে জাগে আজ
  নতুন তাগিদ,

www.draminlibrary.com

ভোর হ'তে শাহীনের
ভেঙে গেল নিদ ॥

চারিদিকে জীবনের
একি কলরোল,
মিলনের সোহাগের
গীতি-হিন্দোল ॥

সুরুজের লালিমায়,
তারি ছোঁয়া এঁকে যায়
হৃদয়ের তীরে তীরে
গীতি হিন্দোল।

ভাই বোন ছুটে আয়
ছুটে আয় সব ;
এ-আলোয় স্নান করি,
করি উৎসব।

কালো বাধা ভেঙে আয়
কচি প্রাণ রেঙে আয়
ঘরে ঘরে নিয়ে আয়
ঈদ-উৎসব
এ-আলোয় স্নান করি,
করি কলরব।

www.draminlibrary.com

**শব্দার্থ:** বাঁকা—হেলানো, বাঁকিয়া যাওয়া। নিদ—নিদ্রা, ঘুম। অফুরান—প্রচুর যাহা ফুরায় না। প্রীতিগান—আনন্দ-সংগীত। তাগিদ—তাগাদা, পীড়াপীড়ি। কলরোল—কোলাহল, বহুজনের মিলিত শব্দ। মিলনের—সংযোগের, ঐক্যের, একত্র হওয়ার। সোহাগের—অতিশয় আদরের। গীতি—গান, সংগীত। হিন্দোল—দোলনা, দোলন। সুরুজ—সূর্য। লালিমায়—লাল আভায়। ছোঁয়া—স্পর্শ করা। এঁকে—দাগ কাটিয়া, চিত্রিত করিয়া। হৃদয়—চিত্ত, মন, প্রাণ। উতরোল—অশান্ত, অস্থির। স্নান—গোসল। রেঙে—রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, রাঙা করিয়া। কলরব—কোলাহল, কলরোল।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

## অনুশীলনী

১। ঈদের দিনে তোমাদের আনন্দ হয় কেন?

২। ঈদের দিনে তোমরা কি কর?

৩। মুসলমানদের কয়টি ঈদ উৎসব রহিয়াছে? বাঁকা চাঁদ হাসি ঠোঁটে কোন উৎসবটি তোমাদের জন্য লইয়া আসে?

৪। রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ" গানটি তোমার জানা আছে কি?

www.draminlibrary.com

৫। এই কবিতায় "কলরোল" শব্দের সঙ্গে কোন কোন শব্দের মিল রহিয়াছে। প্রত্যেকটি দিয়া একটি করিয়া বাক্য রচনা কর।

৬। ব্যাখ্যা কর:—

কালো বাধা ভেঙে আজ—ঈদ উৎসব

৭। নিম্নের শব্দগুলির মধ্যে একটি শব্দ দুইবার করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। কেন ব্যবহার করা হইয়াছে বলিতে পার?

শব্দগুলির অর্থ বল:—

দিকে দিকে, প্রাণে প্রাণে, তীরে তীরে, ঘরে ঘরে।

৮। কবিতাটি মুখস্থ বল।

সমাপ্ত

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

www.draminlibrary.com

# সবুজ সাথী

## চতুর্থ ভাগ

raminlibrary.com

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE